মহারাষ্ট্রীর যুদ্ধাবসানে কর্ণেলআর্থারওয়েলিস্‌লি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে একদিন তাঁহার পরমবন্ধু মেজর জন্ ম্যাল্কমকে বলিলেন যে, ভারতবাসী কাল নিগারগণ (এই ভারতবর্ষের অসিতাঙ্গ লোকেরা) আত্মাবিশিষ্ট মানুষ কি না তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনে সর্ব্বদাই গভীরসন্দেহ উপস্থিত হইত। দয়া, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়পরতা, সত্যপ্রিয়তা, চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি, ইত্যাদি যে সকল সদ্‌গুণের বীজ মানুষের অন্তরে নিহিতরহিয়াছে, তাহা এদেশের লোকের অন্তরে নাই বলিয়াই তিনি মনে মনে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীর আচরণদর্শনে তাঁহার মনের সে সন্দেহ দূর হইয়াছে। এদেশের কাল নিগারেরাও যে, মানুষ তাহা এখন আর তাঁহার অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এ সকল কথা বলিবার পর, তিনি নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীকে কোম্পানীর সরকারে উচ্চপদ প্রদানার্থ মেজর ম্যাল্কমকে অনুরোধকরিয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন।

নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারে কার্য্যেপ্রবেশ করিয়াই ইতিপূর্ব্বে একটু একটু ইংরেজি ভাষা শিখিয়াছিলেন। বিদেশীয় ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার প্রগাঢ় ইচ্ছাদর্শনে মেজর জন্ ম্যাল্কম্‌ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং তিনি মহীশুরের রেসিডেন্টের পদ প্রাপ্তির পর, একেবারে দুইশত টাকা বেতনে নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীকে তাঁহার অন্যতর নেটিব আসিষ্টাণ্টের পদে নিয়োগকরিলেন। এই পদে থাকিয়া কার্য্য করিবার সময় শাস্ত্রীমহাশয়কে কখনও কখনও স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রদানকরিয়া মান্দ্রাজের বিচার আদালতের সাহায্য করিতে হইত। কয়েক বৎসর পরে ম্যাল্কম্ সাহেব পারস্যদূতের পদে নিযুক্তহইয়া মহীশুর পরিত্যাগকরিলেন। ত্র্যম্বকশাস্ত্রীও তখন বম্বেগবর্ণমেণ্টের অধীনে অপেক্ষাকৃত উচ্চতরপদে নিযুক্তহইলেন।

১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে পেশওয়া বাজিরাও রাজ্যচ্যুত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ইনামদপ্তর তদন্তের জন্য কমিসন নিযুক্ত হইল। তখন আবার নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী ৪০০ চারিশত টাকা বেতনে ইনামকমিসনারের নেটিব আসিষ্টাণ্ট হইলেন। তৎপর কয়েকবৎসর রাজস্ব বন্দোবস্তের কার্য্যকরিয়া ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে তিনি পেন্সন গ্রহণ করেন। বিগত চৌদ্দবৎসর পর্য্যন্ত তিনি পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার একবার সিন্ধিয়ার দেওয়ান হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেপদ গ্রহণকরিতে সম্মত হইলেন না।

মানুষের অন্তরে প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা এবং সত্যানুসন্ধানস্পৃহা না থাকিলে শত শত পুস্তকপাঠ, শাস্ত্রাধ্যয়ন কিম্বা বিজ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা মন কখনও কুসংস্কার এবং

ভীরুতা বিবর্জ্জিত হয় না। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থাই ইহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর অন্তরস্থিত প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা এবং সত্যানুসন্ধানস্পৃহানিবন্ধন তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে সকল বিষয়েই অত্যন্ত উদার মতাবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন। দেশপ্রচলিত জাতিভেদ প্রভৃতি বিবিধ জঘন্য প্রথা তাঁহার নিকট যারপরনাই ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি প্রকাশ্যরূপেই ইংরেজ, মুসলমান, সকলের সঙ্গেই আহার বিহার করিতেন। এইসম্বন্ধে এদেশের শিক্ষিতাভিমানী লোকদিগের ন্যায় কখনও ভীরুতা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার স্বজাতীয় লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বদাই অর্থসাহায্য লাভকরিতেন, এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইতেন; সুতরাং তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধছিলেন। এইজন্য কেহই তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার কখনও চেষ্টা করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায়পরতা এবং সহৃদয়তা দর্শনে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। শুদ্ধ কেবল দেশের দশ পাঁচজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত এক এক সময় কুকুরের ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে ফেউ ফেউ করিয়া উঠিত। কিন্তু দুই চারিটী টাকা পাইলেই আবার তাহারা নির্ব্বাক থাকিত। ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর এই সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে অর্থদান করিবার কখনও ইচ্ছা হইত না। কিন্তু তাঁহার জননীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কেবল জননীর অনুরোধেই তাঁহাকে এই কুকুরদিগকে নির্ব্বাক রাখিতে হইত।

যৌবনকালে নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর বিলক্ষণ আহার করিবার শক্তি ছিল। ডাইল, তরকারি, রুটী, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতিতে সর্ব্বশুদ্ধ এক এক বেলায় অন্যূন দশসের আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ করিতেন। প্রায় দেড়ঘটিকা কি দুইঘটিকার ন্যূনে তাঁহার আহার শেষ হইত না। তিনি একটু স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া, দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা আসনের উপর বসিয়া আহার করিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইত। সুতরাং দীর্ঘকাল হইতে তিনি ইংরেজদিগের ন্যায় চেয়ারে বসিয়া টেবিলে আহার করেন। দেশের অনেক শিক্ষিতাভিমানী লোকেরাও তাঁহাকে তজ্জন্য ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। ইংরেজদিগের অনুকরণপ্রিয় বলিয়া অনেকে তাঁহাকে উপহাসও করিতেন। কিন্তু তিনি সে সকল শিক্ষিতাভিমানী লোকের মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাঁহাদিগকে তিনি সর্ব্বদাই শৃগাল কুকুরের ন্যায় তুচ্ছ করেন, এবং কখনও কখনও বলেন যে, ইহারা ত ইংরেজদিগের সদ্‌গুণ অনুকরণ করিবে না, ইহারা কেবল তাঁহাদিগের সমাজপ্রচলিত পাপ এবং

কুকার্য্য অনুকরণ করিবে, তাঁহাদিগের ন্যায় সুরাপান এবং বিবিধ ব্যভিচার করিতে শিখিবে।" * * * * * * *

অদ্য আহারের সময় উপস্থিত হইবামাত্র শাস্ত্রীমহাশয় যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া আহারার্থ শিবের মন্দিরের সংলগ্ন অপর একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশকরিলেন। যোগিরাজ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশকরিয়াই একেবারে অবাক্ হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখেন যে শিবমন্দিরের মধ্যেও শাস্ত্রীমহাশয়ের আহার্য্য-দ্রব্য টেবিলের উপর সজ্জিত রহিয়াছে। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে আবার চারি পাঁচটা মুর্গীরোষ্ট, এবং মটনচপ্‌, ফাউলকারি এবং লুচি স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে।

যোগিরাজ একটু আশ্চর্য্যহইয়া জিজ্ঞাসাকরিলেন—"মহাশয় এ শিবের মন্দিরেও আপনার এসকল চলে? তান্তিয়া শুনিয়াছি বড় গোঁড়া হিন্দু। তিনি আপনার আহারের এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন? বাজিরাওর স্ত্রী কি এ সকল বিষয় জানেন?"

শাস্ত্রীমহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"বাছা! কেবল বাজিরাওর স্ত্রী কেন,—বাজিরাওর স্ত্রীর বাবাও ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর এ সকল বিষয় জানিতেন—আর বাজিরাও ত ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর সঙ্গে একত্রে আহারও করিয়াছেন।"

যোগিরাজ আবার বলিলেন—"মহাশয়! তান্তিয়া ইহাতে কিছু আপত্তি করেন না। আমার বোধ হয় আপনার প্রতি তান্তিয়ার ভক্তি শ্রদ্ধা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িবে। হিন্দুদিগের একটা দেবালয়ে বসিয়া এই অত্যাচার।"

"অত্যাচারটা কি হইল? আর তান্তিয়ার ভক্তি শ্রদ্ধা হ্রাস হইবার ত আমি কোন কারণ দেখি না। তান্তিয়া নিজেই ত আমার আহারের এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তিন দিন অনুসন্ধানেও এখানে একটী ভাল পাচক ব্রাহ্মণ জুটিল না, অবশেষে তান্তিয়া এই বামনটীকে মাসিক ত্রিশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে, এই টীকিওয়ালা মহারাজ * আমার পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে সম্মত হইলেন।"

"তান্তিয়া হয় ত অগত্যা ভদ্রতার অনুরোধে আপনার জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।"

"বাছা! ইহার মধ্যে কোন অনুরোধের কথা নাই। তোমার নিজের মতামত সম্বন্ধে যদি তোমার দৃঢ়তা থাকে তবে সকলই বাধ্য হইয়া তোমার মতা-

* উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বামনকে মহারাজ বলে।

মতের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবেন। আর যদি তুমি কাপুরুষের ন্যায় একটু আঁটাআঁটি দেখিলেই আপন মত পরিহার করিতে প্রস্তুত হও, তবে তোমার নিজের চাকরও তোমার মতানুসারে কার্য্য করিবে না।

শাস্ত্রীমহাশয় মুখে যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন আবার হাতের ছুরী কাঁটা দ্বারা মুরগীর রোষ্ট খণ্ড খণ্ড করিয়া যোগিরাজের সম্মুখে দিতে লাগিলেন।

যোগিরাজ হাত দুই খানি টেবিলের উপর রাখিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আহার্য্য-দ্রব্য কিছুই আর স্পর্শ করেন না। এদিকে শাস্ত্রী মহাশয় মুখের মধ্যে একখানি মুরগীর ঠ্যাঙ্গ তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন—"খাও—খাও —খেতে আরম্ভ কর—খেতে আরম্ভ কর—"

যোগিরাজের মুখ হইতে আর বাক্য সরে না। অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি বলিলেন—"আপনার গৃহে অবস্থান কালে এ সমুদয়ই আহার করিয়াছি। আমার এসকল জিনিস খেতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এখন আর এ সকল জিনিস আহার করিবার ইচ্ছা হয় না। আমাকে গেরুয়া বসন পরিহিতদেখিয়া সকল লোকেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যোগি মনেকরিয়া সম্মান করেন। বিশেষতঃ ঝান্সীর রাণী লক্ষীবাই আমাকে প্রকৃত হবিষ্যাশি মনে করিয়া যারপরনাই ভক্তি করেন। তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এই প্রকার হিন্দুদিগের অখাদ্য দ্রব্য আহার করিলে আমার নিজের মনই আমাকে কপটাচারি বলিয়া অত্যন্ত ধিক্কার করিবে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি এসকল কিছুই আহার করিব না।"

শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐ গেরুয়া বসন তোমার সর্ব্বনাশের মূল। এই গেরুয়া বসন্ এবং ঐ সকল যোগযাগে তোমার দেশকে ছারখার করিয়াছে। একান্তই যদি এ সকল খেতে ইচ্ছা না হয়, তবে ঐ টাঁকি-ওয়ালা বামনকে স্বতন্ত্রগৃহে তোমার খাবার আয়োজনকরিয়া দিতে বলিব ?"

"আজ্ঞে আমার জন্য আর কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমি কখনও কখনও অনশনে কালযাপন করি। আমার আজ আর আহার না করিলেও চলিবে। যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল হইলেই আমার দিনাতিপাত হয়। এই যে আপ-নার টেবিলের উপর আম্র এবং রম্ভা রহিয়াছে ইহার একটী আম্র কিম্বা রম্ভা হইলেই আমার চলিবে। আর কোন আহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে না।"

"তোমাদের বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঐ রম্ভাই লিখিত রহিয়াছে। তুমি এক জন মহাপাপী। তুমি সর্ব্বদাই কেবল ঈশ্বরের তহবীল তছরূপ করিতেছ। বাপু, গোমস্তা মনীবের তহবিল তছরূপ করিলে ইংরেজেরা তাহার চৌদ্দবৎসরের

কারাদণ্ডের আদেশ করেন। ইংরেজদের মালখানার টাকা কেহ আত্মসাৎ করিলে তাহার দ্বীপান্তর হয়। আর তুমি অহর্নিশ কেবল ঈশ্বরের তহবিল তছরূপ করিতেছ। তোমার কি আর নিস্তার আছে?”

যোগিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—“মহাশয় ঈশ্বরের তহবিল আমি কিরূপে তছরূপ করিলাম।”

“ঈশ্বরের তহবিল তছরূপ কর নাই? তোমার এই শরীর ঈশ্বর তোমাকে দিয়াছেন। এ শরীর তোমার নিজের সম্পত্তি নহে—এ ঈশ্বরের সম্পত্তি। এ শরীরকে নষ্ট করিবার তোমার কি অধিকার আছে? ঈশ্বরের সম্পত্তি—ঈশ্বর এই জিনিসটী তোমার রক্ষণাধীনে রাখিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া কায়-মনোবাক্যে শরীরকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। যে আপন শরীরের যত্ন করে না, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের তহবিল তছরূপ করে।”

“শারীরিক উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া বরং মন এবং আত্মার উন্নতির চেষ্টা করা কি উচিত নহে?”

“এ অসম্ভব কথা। শরীর নষ্ট হইলে মন এবং আত্মা নিশ্চয়ই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে অবনতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।”

যোগিরাজ শাস্ত্রীমহাশয়ের কথার প্রত্যুত্তরে আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় কয়েকটা আম্র এবং রম্ভা যোগিরাজের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—“তবে এই নাও। চুপ করিয়া বসিয়া কি কেবল আমার খাওয়া দেখিবে?”

যোগিরাজ বলিলেন—“এত কেন—এত কেন?”

শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন—“বাপু! তুমি এ শরীরটাকে একেবারে নষ্ট করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছ?”

যোগিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া আম খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুকাল পরে শাস্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয় আজিমউল্লা ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সুসভ্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছে। এ লোকটা কি সত্যই বিশ্বাস করে যে, মহাদেব নানাসাহেবের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন? মহাদেবকে ষাঁড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গুলির আড্ডায় যাইতে হয়, এবং দুগ্ধপান না করিলে তাঁহার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না?”

“বাপু! মুসলমানেরা প্রায়ই আহাম্মক। বিশ্বাস করিতেও পারে; কিম্বা হয়ত দুরভিসন্ধি করিয়া নানাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে।”

"বোধ হয় ছুরভিসন্ধি করিয়াই নানাসাহেবকে এইরূপ বলিয়াছে। লোকটা ইংরেজি জানে, ইংলণ্ডে গিয়াছে, সে কি আর এই কথা বিশ্বাস করে?"

"বাপু! মুসলমানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। সাত বার ইংলণ্ডে গেলেও ওদের কুসংস্কার দূর হয় না। মুসলমান জাত অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত। চিন্তাশীলতা ইহাদিগের মধ্যে একেবারেই নাই।"

"তবে আপনি মনে করেন আজিমউল্লার এই সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব নহে?"

"বিশ্বাস করে কি না তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু মুসলমানেরা যেরূপ বুদ্ধিমান, তাহাতে কিছুই অসম্ভব নহে। ইহারা যে কেবল আহাম্মক তাহা নহে। আবার অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক এবং কৃতঘ্ন। একটা খাঁবাহাছুর কিম্বা নবাববাহাছুর উপাধি পাইলে আজিমউল্লা এই মুহূর্ত্তে নানাকে ছাড়িয়া ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে পারে।"

"মহাশয়, সে বিষয় কেবল মুসলমানদিগকে নিন্দা করিবেন না। আমাদের হিন্দুরা সে বিষয়ে আজিমউল্লার চাচা। হিন্দুগণও রায়বাহাছুর, রাজাবাহাছুর উপাধি লাভকরিবার জন্য একেবারে পাগল হয়।"

"তোমাদের বঙ্গদেশীয় হিন্দুরা কি রাজাবাহাছুর, রায়বাহাছুর উপাধি লাভ করিবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন?"

"কেবল আগ্রহ প্রকাশ করেন? রাজাবাহাছুর রায়বাহাছুর উপাধি লাভ করিবার জন্য আমাদের বঙ্গদেশের ধনীর সন্তানগণ আপন আপন জমিদারী বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণপূর্ব্বক ইংরেজদিগের অভিপ্রেত সদনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন। কিন্তু আপন বাড়ীর নিকট একটা লোক অনাহারে মরিলেও তাহাকে এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করেন না; কিম্বা অন্য কোন প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যে একটা পয়সা দিতেও তাঁহাদের কষ্ট হয়।"

"তবে তোমাদের বাঙ্গালীজাত নিতান্ত নীচাশয়।"

"এবিষয়ে আমাদের দেশীয় লোকেরা ঘোর নীচাশয়তা প্রকাশ করেন।"

কোন্ বিষয়েই বা তোমাদের বাঙ্গালীরা নীচাশয় নহেন? পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধা ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যকলাপ দেখিয়াই তদ্রূপ শ্রদ্ধা হইয়াছিল। এখন দেখিতে পাই যে, রাজা রামমোহন রায়ের একটী সদ্‌গুণও একটা বাঙ্গালীর মধ্যে নাই।"

"মহাশয়! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভে আমাদের দেশের

লোকের উপর ঘোর অত্যাচার হইতে লাগিল। তাহাতে প্রাচীন পরিবার সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন বঙ্গদেশের যে সকল ভদ্র পরিবার দেখিতে পান—যে সকল রাজা মহারাজ দেখিতে পান, ইঁহাদিগের পিতা পিতামহের মধ্যে কেহ ইংরেজদিগের বেনিয়ান ছিলেন,কেহ ইংরেজদিগের সরকার ছিলেন, কেহ ইংরেজদিগের মেট মিস্তিরি ছিলেন। তাহারা প্রায় সমুদয়ই চোর এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। সেই সকল চোর এবং বিশ্বাসঘাতকের পুত্র পৌত্রগণই এখন রায়বাহাদুর রাজাবাহাদুর হইতেছেন। সুতরাং নীচাশয় না হইয়া, ইহাদের কি সদাশয় হইবার সম্ভব আছে?"

"বাপু! ঠিক তোমার এই কথাটী আমি সে দিন গবর্ণর এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবকে বলিয়াছি।"

"আপনি কিজন্য বম্বে গিয়াছিলেন?"

"বাছা! সে এক নূতন রহস্য। ম্যাল্কম্ সাহেব পূর্ব্বে বম্বের গবর্ণরের পদাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি একটী রিজোলিউসনের মধ্যে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—"এ প্রদেশে যদি কাহাকেও সম্ভ্রমের চিহ্নস্বরূপ কোন উপাধি প্রদান করিতে হয়, তবে নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীকেই সর্ব্বাগ্রে তদ্রূপ উপাধি প্রদান করিতে হইবে।" ম্যাল্কম্ সাহেবের লিখিত এইরূপ কোন রিজোলিউসন যে ছিল, তাহাও আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। এবার অকস্মাৎ এলফিনষ্টোন সাহেবের প্রাইবেট সেক্রেটরীর এক চিঠী আসিয়া পুনাতে আমার নিকট পৌছিল। সে চিঠিতে লিখিত ছিল—"মহামান্য বম্বের গবর্ণর আপনাকে রায়-বাহাদুর উপাধি প্রদান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন"—আমি এই চিঠী পাইয়া মহা বিপদে পড়িলাম। তুমি শুনিয়া থাকিবে যে, সদরদেওয়ানী আদালত—"কেন অমুক হুকুম রহিত হইবে না তাহার কারণ দর্শাও"—এই মর্ম্মে রুল জারি করেন। আমিও প্রাইবেট সেক্রেটরীর এই চিঠী দেওয়ানী আদালতের রুল মনে করিয়া এই চিঠীর উল্লিখিত হুকুম রহিত করাইবার জন্য কারণ দর্শাইতে বম্বে চলিলাম।"

"তার পর বম্বে যাইয়া কি কারণ দর্শাইলেন?"

"আমি বম্বে যাইয়া গবর্ণর এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বিশেষ ভদ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর ম্যাল্কম্ সাহেবের সেই রিজোলিউসনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"গবর্ণমেণ্ট আপনাকে রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান

করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।" আমি তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলাম—"হুজুর এই বিষয় আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি কোন প্রকার উচ্চ উপাধির প্রার্থী নহি।

আমার কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি সত্য সত্যই রায়বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক?" আমি বলিলাম "আমি কখনও এই উপাধি গ্রহণ করিব না।" তখন তিনি আমার আপত্তি মঞ্জুর করিলেন এবং আমাকে এ বিপদ হইতে দয়া করিয়া অব্যাহতি দিলেন।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

গতজীবনের ভ্রম।

আহারান্তে নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী এবং যোগিরাজ বাহিরে মন্দিরের প্রাঙ্গনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। রাত্র তখন প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। ইহারা উভয়েই সচিন্ত মনে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন।

অপরাহ্নে গঙ্গার ঘাটে ইংরেজরমণী এবং বালক বালিকাদিগের মৃতদেহ দর্শনে যোগিরাজের কোমল হৃদয় অত্যন্ত আহত এবং ব্যথিত হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে বাক্যালাপে তাঁহার মন অত্যন্ত নিবিষ্ট ছিল। সুতরাং সেই ভয়ানক হৃদয়বিদারক দৃশ্য এপর্য্যন্ত তাঁহার অন্তরে পুনরুদিত হইবার বড় সুযোগ ছিল না। এখন নির্ব্বাক হইয়া সচিন্ত মনে উপবেশন করিবামাত্র তাঁহার অন্তর মধ্যে সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য সমুদিত হইল। সেই মৃতপ্রায় রমণীর আর্ত্তনাদ আবার তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি চন্দ্রমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এ পৃথিবী কি ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মানুসারে শাসিত হয় না?—সংসারে যে দিন দিন নরহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ হইতেছে—ঈশ্বর কি ইহা দেখেন না?—এজীবন-প্রহেলিকার প্রত্যেক ঘটনাই মানুষের বুদ্ধির অগম্য। চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান কিছুই এ প্রহেলিকার মর্ম্মভেদ করিতে পারে না"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। এদিকে অপর একজন লোক যে, ইত্যবসরে শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন, তাহা তিনি দেখিতেও পাইলেন না।

এই নবাগত ব্যক্তির সুদীর্ঘ আকৃতি, উন্নত গ্রীবা, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃ এবং আজানুলম্বিত বাহু দর্শন করিলেই ইঁহাকে একজন বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের পার্শ্বে আসন গ্রহণান্তর যোগিরাজের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে?"

"ইনি কে" এই শব্দ যোগিরাজের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিন্তার স্রোতে বাধা প্রদান করিল। তিনি মুখ উত্তোলন করিয়া দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে একজন বীরপুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন।

শাস্ত্রীমহাশয় নবাগত ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"ইনি আমারই অনুগত লোক। পূর্ব্বে তোমাকে ইহার বিষয় ত অনেক কথা বলিয়াছি।"

নবাগত ব্যক্তি বলিলেন—"সেই বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণসমাজ?"

"ব্রাহ্মণসমাজ নহে—ব্রাহ্মসমাজ।"

"ইহার নাম কি?"

"ইনি আপন প্রকৃতনাম কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। আনন্দাশ্রম স্বামী নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত।"

নবাগত ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এই স্বামী মহাশয় অবশ্যই জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন। ইঁহাকে হলকারের নিকট প্রেরণ করিলে ভাল হয় না?"

ত্র্যম্বকশাস্ত্রী একটু কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"তান্তিয়া আমি তোমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, এই সকল কুটিল পথ এবং কপটাচরণ পরিত্যাগ কর। ইহাতে কখনও পরিণামে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবে না।"

"কি অমঙ্গল হইবে? মহাশয়! সিন্ধিয়া এবং হলকার আমাদিগের পক্ষাবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই এবার ইংরেজদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিব। আজিমউল্লা এখন নানাসাহেবকে দিল্লীর বাদসাহ এবং অযোধ্যার বেগমের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পরামর্শ দিতেছেন। আমার ইচ্ছা নহে যে, সেই চোরামালের বখ্‌রাদার এবং মম্মুখাঁর উপপত্নীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করি। সিন্ধিয়া, হলকার প্রভৃতি আমাদের প্রধান প্রধান মহারাষ্ট্রীয় রাজগণ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইলে আমি পেশওয়ার সৈন্যাধ্যক্ষস্বরূপ সংগ্রামে অগ্রসর হইব। মুসলমানের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব থাকিবে না। আমি সম্মুখ-সংগ্রাম ভিন্ন কখনও আজিমউল্লার ন্যায় নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিব না। কিন্তু নানাসাহেব দিল্লীর বাদসাহ এবং অযোধ্যারবেগমের সঙ্গে সম্মিলিত

হইলে কেহই ইহাদিগকে নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না।

"বাছা! বিশটা হলকার এবং সিন্ধিয়া একত্র হইলেও ইংরেজদিগকে দেশ বহিস্কৃত করিতে পারিবে না। ইংরেজগণ সাত সমুদ্র পার হইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিলেন। এদেশে তাঁহাদিগের একহাত জমি ছিল না; তাঁহাদিগের অর্থ ছিল না—কিন্তু তথাচ সার্দ্ধদুইশত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা একে একে সিন্ধিয়া, হলকার, পেশওয়া, টিপুসুলতান, মীরজাফর, সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতি সিংহাসনারূঢ় রাজন্যবর্গকে আপন করতলস্থ করিলেন; কাহারও রাজ্য হরণকরিয়াছেন, কাহাকেও অধীনস্থ রাজা করিয়া রাখিয়াছেন। এখন কি আর ইহাদিগকে দেশবহিস্কৃত করিয়া দিবার কাহারও সাধ্য আছে? তবে—"

ত্র্যম্বকশাস্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র নবাগত ব্যক্তি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "মহাশয়! ইংরেজেরা কেবল আমাদের দেশীয় সিপাহীদিগের বাহুবলেই এদেশে রাজ্যলাভ করিয়াছেন; এবং তাহাদিগের বাহুবলেই এ পর্য্যন্ত রাজ্যরক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন সিপাহীগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন তাঁহারা কাহার বলে রাজ্যরক্ষা করিবেন?"

"তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। ইংরেজেরা কি বাহুবলে এদেশে রাজত্ব করিতেছেন? আমাদের নৈতিকদুর্ব্বলতাই তাঁহাদিগের একমাত্র বল।"

"আমাদিগের নৈতিকদুর্ব্বলতা তাঁহাদিগের বল"—আপনার এ কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।"

"তোমাকে এক একটী বিষয় বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। বাছা, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের এবং আমাদের নিজের অজ্ঞানতা; আমাদের দেশপ্রচলিত কুশিক্ষা এবং কুৎসিৎ আচার ব্যবহার, দেশের সমুদয় লোককে একেবারে নিস্তেজ এবং মনুষ্যত্বহীন করিয়াছে। এবং দেশের সমুদয় লোক মনুষ্যত্বহীন বলিয়াই ইহারা এত সহজে এদেশে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এদেশের লোকের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকিলে ইহারা কখনও এত সহজে এদেশ জয় করিতে পারিতেন না। তুমি কি মনে কর যে, কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কিম্বা মান্দ্রাজের সেণ্টজর্জ্জ ইহাদিগের আত্মরক্ষার প্রকৃত দুর্গ? ইহাদিগের আত্মরক্ষার এবং রাজ্যরক্ষার প্রকৃত দুর্গ তোমাদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত হইতেছে।"

"ইহাদিগের রাজ্য রক্ষার প্রকৃত দুর্গ কি?"

"ইহাদিগের রাজ্য রক্ষার প্রকৃত দুর্গ কি, শুনিবে ? এই যে শিবের মন্দিরে বসিয়া আমরা কথা বলিতেছি, ঈদৃশ শত শত দেব দেবীর মন্দিরই ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার প্রকৃত দুর্গ ; আর আমাদের দেশ-প্রচলিত-জাতিভেদ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা ইহাদিগের বর্ম্ম এবং চর্ম্ম ; এবং দেশব্যাপিনী অজ্ঞানতাই ইহাদিগের একমাত্র সৈন্যাধ্যক্ষ। লর্ড ক্লাইব, লর্ড লেক কিম্বা লর্ড নেপিয়ার কর্ত্তৃক কি ভারত পরাজিত হইয়াছে ? ভারতবাসিদিগের নৈতিক দুর্ব্বলতা এবং বিবিধ কুৎসিত আচার ব্যবহারই তাঁহাদিগের পরাজয়ের একমাত্র কারণ। স্মুতরাং আমাদিগের নৈতিকদুর্ব্বলতাই ইংরেজদিগের বল।"

"শিবের মন্দির ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার দুর্গ"—এই কথা শুনিয়া তান্তিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মহাশয় এই শিবের মন্দির ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার দুর্গ হইলে, ইহাদিগকে অতি সহজেই দুর্গ শূন্য করিয়া দিতে পারিতাম। একদিনের মধ্যে আমি এ মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া এখনই শিবকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিতাম।"

"বাছা, এই ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিলে, কিম্বা এই মন্দিরস্থিত প্রস্তরনির্ম্মিত শিবকে গঙ্গায় ডুবাইলে কিছুই লাভ হইবে না। এদেশের কোটী কোটী লোকের অন্তরের মধ্যে এই প্রকার এক একটী মন্দির রহিয়াছে। দেশীয় লোকের হৃদয়স্থিত সেই সকল মন্দির ভাঙ্গিতে পারিলেই ইংরেজদিগকে দুর্গশূন্য করিতে পারিবে। দেশীয় লোকের অন্তরস্থিত অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার রূপ মন্দিরই ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার এবং রাজ্যরক্ষার একমাত্র দুর্গ।"

"মহাশয় ! আপনার সমুদয় কথাই আমার নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। আমি আপনার একটী কথারও মর্ম্মভেদ করিতে পারি না। আপনি কখনও বলেন দেশপ্রচলিত অজ্ঞানতা, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্ম হইতেই এই বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার এখন বলিতেছেন দেশপ্রচলিত অজ্ঞানতা কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মই কেবল এদেশে ইংরেজরাজত্ব সংরক্ষণ করিতেছে। যে অস্ত্র বলে ইহারা রাজ্যলাভ করিয়াছেন আবার সেই অস্ত্রই কি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে ?"

ঠিক তাহাই হইয়াছে। মানুষ যে অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে বিনাশকরেন সেই অস্ত্রই কখনও কখনও আবার তাহার আত্মবিনাশেরও কারণ হইয়া পড়ে। সমগ্র ভারতবর্ষ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। সেই অজ্ঞানতা এবং অন্যায়াচরণ হইতে বিপ্লবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইংরেজেরা তখন অতি

সহজে এইদেশে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু মানব-সমাজ চিরকাল অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতে পারে না। পরমেশ্বর এদেশের অজ্ঞানতা নিরাকরণার্থই বোধ হয় ইংরেজদিগকে এদেশে আনিয়াছেন। ইংরেজেরা দেশ-প্রচলিত অজ্ঞানতা দূর করিবার চেষ্টা করেন নাই। আবার কালক্রমে প্রাগুক্ত অজ্ঞানতা অন্যায়াচরণ এবং উপধর্ম্ম হইতেই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে।"

"কিন্তু দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইলে কি ইংরেজেরা এদেশে রাজত্ব করিতে পারেন? আপনিই সে দিন বলিলেন দেশীয় লোক অজ্ঞান বলিয়াই ইহারা এদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

"ইতি পূর্ব্বে সেই আশঙ্কায়ই ইংরেজেরা এদেশে জ্ঞান বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। এখনও সেই আশঙ্কায় এদেশীয় লোকদিগকে শাসন কিম্বা সৈনিক বিভাগে উচ্চপদ প্রদানকরেন না। কিন্তু ঈদৃশ নীতি অবলম্বনকরিয়া তাঁহারা দেশের ঘোর অনিষ্ট করিতেছেন। দেশীয়লোকদিগকে সমুন্নত করিবার চেষ্টা এবং দেশীয়লোকদিগকে সর্ব্ব প্রকার অধিকার প্রদান করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইবে। পক্ষান্তরে রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার বৃথা আশায়, এদেশীয় লোকদিগকে হীনাবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিলে, রাজত্ব চিরস্থায়ী হওয়া দূরে থাকুন, দীর্ঘস্থায়ীও হইবে না। কাহারও রাজত্ব কখনও চিরস্থায়ী হয় না। হিন্দু, মুসলমান সকলেই এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারও রাজত্ব চিরস্থায়ী হয় নাই।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সকল কথা শুনিয়া তান্তিয়াতপি কিছুকাল নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তান্তিয়াতপি সুশিক্ষিত লোক নহেন। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত অধ্যয়নকরিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল কথা, বোধ হয়, তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবারও সম্ভব নহে। ইতি-হাস, বিজ্ঞান, দর্শন, পাশ্চাত্য রাজনীতি এবং ব্যবহার শাস্ত্র বিশেষরূপ পর্য্যা-লোচনা না করিলে এই সকল বিষয় কাহারও বুঝিবার সাধ্য হয় না। কিন্তু তান্তিয়াতপির বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল। বিশেষতঃ বর্ত্তমানবিদ্রোহ উপস্থিত হইবার পর, তিনি শাস্ত্রীমহাশয়ের মুখে বিগত একমাস যাবৎ বিবিধ জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করিতেছেন। ইহাতে ধীরে ধীরে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মী-লিত হইতে লাগিল। লোকের জ্ঞানচক্ষু কিঞ্চিৎ উন্মীলিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিজের অজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এখন তান্তিয়ার জীবনের প্রত্যেক দিবসের ঘটনা তাঁহার নিজের অজ্ঞানতা তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন করিতে

লাগিল। তান্তিয়ার যৌবনকালে শাস্ত্রীমহাশয় সর্ব্বদা তাঁহাকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকরিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু ইংরেজদিগের প্রতি বাল্যকাল হইতে তান্তিয়ার মনে প্রগাঢ় ঘৃণার সঞ্চার হইল। সুতরাং ম্লেচ্ছ ভাষা বলিয়া তান্তিয়া ইংরেজীভাষা শিক্ষা করিলেন না।

কিন্তু এখন বিদ্রোহী সৈন্যগণের সঙ্গে যোগপ্রদান করিবার পর, ইংরেজদিগের রণকৌশল এবং সাংগ্রামিক নৈপুণ্য দর্শনে তান্তিয়ার সেই যৌবন-সুলভ আত্মাভিমান একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। চারি পাঁচ হাজার সিপাহীর আক্রমণ হইতে তিনশত ইংরেজকে অন্যূন তিন সপ্তাহপর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে দেখিয়া তান্তিয়া এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভীমের গদা এবং ভীষ্মের মহাস্ত্রের দিন গত হইয়াছে; এখন ইংরেজদিগের রণকৌশল এবং ইংরেজি গণিতশিক্ষা না করিলে রণক্ষেত্রে কামান সংস্থাপন করিবারও সাধ্য হয় না। বিদ্রোহিগণ কামানের অগ্রভাগ একটু উচ্চ করিয়া সংস্থাপন করিবামাত্র গোলা বিপক্ষদিগের পশ্চাতে পড়ে, আবার কামানের মুখ নীচ করিবামাত্র সমুদয় গোলা বিপক্ষদিগের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। একটী গোলাও বিপক্ষদিগের গাত্র স্পর্শ করিল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তান্তিয়ার গত জীবনের ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তিনি এখন মনে করিতে লাগিলেন যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আপন জীবন নষ্ট করিয়াছেন। পূর্ব্বে শাস্ত্রীমহাশয়ের উপদেশানুসারে ইংরেজীভাষা এবং ইংরেজীগণিত শিক্ষাকরিলে গোলার প্রোজেক্টাইল (Projectile) অনায়াসে অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেন। এই সকল বিষয় পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া তান্তিয়া এখন স্থির করিয়াছেন যে আর শাস্ত্রীমহাশয়ের উপদেশ এ জীবনে কখনও লঙ্ঘন করিবেন না। এখন দিন দিনই শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রতি তান্তিয়ার শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু শাস্ত্রীর সমুদয় কথা তাহার সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য ছিল না। এই জন্য শাস্ত্রীকে প্রত্যেক বিষয় নানাবিধ উদাহরণ দ্বারা তান্তিয়াকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইত।

এখন শাস্ত্রীমহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত বাক্যাবসানে তান্তিয়া আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় হলকার এবং সিন্ধিয়া আমাদিগের পক্ষাবলম্বন করিলে কি অমঙ্গল হইবে?"

শাস্ত্রী বলিলেন—"পরিণামে হলকার এবং সিন্ধিয়াকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে। দেশে এখন দুই জন মহারাষ্ট্রীয় রাজা আছেন। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে তাঁহাদিগকেও একবারে রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে।"

"আপনি কি তবে মনে করেন যে, ইংরেজদিগকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না।"

"আমি কেবল মনে করি না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এই বিদ্রোহ উপলক্ষে ইংরেজেরা কখনও রাজ্যচ্যুত হইবেন না। তাঁহাদিগকে কেহই দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবে না।"

"আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, ইংরেজদিগকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না ?"

"পক্ষাপক্ষের অবস্থা দৃষ্টেই বুঝিতে পারি।"

"পক্ষাপক্ষের মধ্যে এমন কি অবস্থা দেখিতে পাইয়াছেন ?"

"সমুদয় অবস্থাই তোমাদিগের প্রতিকূল এবং ইংরেজদিগের অনুকূল দেখা যায়। তবে ইতিপূর্ব্বে ইংরেজেরা রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার দুরাশায় এদেশীয় লোকদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার চেষ্টা করিতেন এবং এখনও এদেশীয় লোকদিগকে চিরকাল হীনাবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ; সুতরাং এই পাপের ফলস্বরূপ তাঁহাদিগকে এখন এইরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছে।"

"কোন্ কোন্ অবস্থা আপনি আমাদিগের প্রতিকূল এবং ইংরেজদিগের অনুকূল বলিয়া মনে করেন ?"

"সকল অবস্থাই তোমাদিগের প্রতিকূল এবং তাঁহাদিগের অনুকূল। প্রথমতঃ ইংরেজেরা জ্ঞানেতে, নীতিতে, বীরত্বে এবং সভ্যতাতে আমাদিগের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠতর। শ্রেষ্ঠজাতি কখনও নিকৃষ্ট জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের এদেশীয় লোকের রাজ্যশাসনের ক্ষমতা একেবারেই নাই। ইংরেজদিগের ন্যায় রাজ্যশাসনক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে, কেহই ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবেন না। তৃতীয়তঃ এই বিদ্রোহিগণ পদে পদে ভ্রম করিতেছে। ইহাদিগের বিদ্রোহী হইবার যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতেও ইহারা একটা অমূলক কারণ উপলক্ষ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। ইংরেজগবর্ণমেণ্ট কখনও কাহারও ধর্ম্ম বিনাশের অভিসন্ধি করেন নাই। ইংরেজেরা এদেশীয় লোকদিগকে চিরকাল হীনাবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করেন, ইংরেজেরা এদেশীয় লোকদিগকে উচ্চপদ প্রদান করেন না,—তজ্জন্য সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইলে দেশশুদ্ধ সমুদয় লোক তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিতেন। কিন্তু বৃথা ধর্ম্মবিনাশের আশঙ্কার ভাণ করিয়া ইহারা বিদ্রোহী হইয়াছে। দেশের বুদ্ধিমান লোক কখনও ইহাদিগের পক্ষাবলম্বন

করিবেন না। চতুর্থতঃ ইংরেজেরা তাঁহাদিগের রাজ্য রক্ষার্থ অকাতরে এবং অম্লানবদনে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু বিদ্রোহিগণ একটু আঁটাআঁটি দেখিলেই প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হয়। ইহারা কখনও ইংরেজদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না। এতদ্ভিন্ন আর শত শত কারণ রহিয়াছে, যদ্দ্বারা স্পষ্টই আমি বুঝিতে পারি যে, বিদ্রোহিগণ নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে এবং ইংরেজেরা জয়লাভ করিবেন।"

"আপনি আমাদিগের পক্ষে যে সকল প্রতিকূল অবস্থার উল্লেখ করিলেন তাহা কি এখন আর নিরাকরণ করিবার কোন উপায় নাই ?"

"কখনও না,—বিদ্রোহিগণ যে ভ্রমাত্মক পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগের আচরণ দ্বারা অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবার সম্ভব নাই।"

শাস্ত্রীমহাশয় ভ্রমের কথা বলিবামাত্র যোগিরাজ বলিলেন—"মহাশয়! পেশওয়ার প্রধান সেনাপতি তান্তিয়াতপি মহাশয়, নানাসাহেব এবং আজিম উল্লার সঙ্গে যোগপ্রদান করিয়া এখনই গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। আমার বোধ হয় ভ্রমশূন্যহইয়া তাঁহার কার্য্য করিবার বড় আশা নাই। তাঁহার পদে পদেই কেবল ভ্রম হইবে।"

যোগিরাজের কথায় কতকটা পরিহাস এবং কতকটা উপদেশের ভাব ছিল। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার এই শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া তান্তিয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"তান্তিয়া আমি তোমার বাল্যাবস্থা হইতে তোমাকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি। বর্ত্তমান বিদ্রোহে আমি কখনও তোমাকে লিপ্ত হইতে দিতাম না। নিশ্চয়ই তোমাকে এ পথ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম—এই বিদ্রোহ উপলক্ষে প্রকৃত বীরের ন্যায় প্রাণবিসর্জ্জন করিলে তুমি গত জীবনের ভ্রম এবং পূর্ব্বকৃত পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ হইবে; আপন জীবন সফল করিতে পারিবে, সুতরাং আমি তোমাকে এখন আর এপথ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিব না। তোমার রাজ্য, পদ, কিম্বা অর্থ লাভ করিবার আশা থাকিলে এখনই এপথ পরিত্যাগ কর,—নিবৃত্ত হও। এ যুদ্ধ উপলক্ষে তোমার মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইবে না। কিন্তু এই উপলক্ষে তোমার মৃত্যু আমি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। পরমেশ্বর তোমাকে অলৌকিক মানসিকশক্তি—অলৌকিকবীরত্ব প্রদান করিয়া এসংসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নরক তুল্য দেশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন তোমার হৃদয়ের ঈশ্বর

প্রদত্ত সেই সকল শক্তি প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত হইল না। সেই অলৌকিক শক্তি এবং অলৌকিক বীরত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইবামাত্রই প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইতিপূর্ব্বেই তোমার মৃত্যু হইয়াছে। এখন তোমার পক্ষে এ মৃত শরীর ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এখন প্রকৃত বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিলে, তোমার মৃত্যু দ্বারা দেশের এবং ভাবী বংশের বিশেষ উপকার হইবে। ইংরেজদিগের সৈনিকবিভাগে এদেশীয় লোকের প্রবেশাধিকার নাই বলিয়াই তোমাকে ঈদৃশ হীনাবস্থায় জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। সুতরাং তোমারই কেবল ইংরেজগবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার ন্যায়সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। সিন্ধিয়া এবং হলকার প্রভৃতির ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে এখন যুদ্ধকরিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত কুটিল রাজনীতিই তোমার বর্ত্তমান দুরবস্থার একটী মূল কারণ। অন্য কোন সুসভ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই দেশের প্রধান সেনাপতির পদ লাভকরিতে পারিতে। অতএব এখন জীবনের আশা বিসর্জ্জন করিয়া,—পদ প্রভুত্ব এবং অর্থ লাভের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে প্রকৃত বীরের ন্যায় সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হও। কিন্তু সাবধান ! আজিমউল্লা এবং নানাসাহেবের কুপরামর্শে কখনও নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিবে না। মহারাষ্ট্রীয় বীরগৌরব শিবজীর উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণরাখিবে। নারী, কৃষক এবং গাভী তিনই অবধ্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমি বলিতেছি—কেবল নারী, কৃষক, গাভী অবধ্য নহে। অসহায় কিম্বা নিরস্ত্র অবস্থায় কখনও বিপক্ষের প্রাণ বিনাশ করিবে না। সর্ব্বদা ন্যায়ের পথাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবে। এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্তহইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলে তোমার জীবন সফল হইবে। তুমি অধঃপতিত মহারাষ্ট্রীয় জাতির মুখ সমুজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।"

শাস্ত্রীর বাক্যাবসানে তান্তিয়াতপি বলিলেন—"পিতঃ ! আমি সর্ব্বদাই আপনার উপদেশানুসারে কার্য্যকরিতে চেষ্টাকরিব। কিন্তু একটী বিষয়ে আমার বড়ই আশঙ্কা হইতেছে। সংগ্রামক্ষেত্রে প্রাণবিনষ্ট হইলে আমার কিছুই দুঃখ নাই। কিন্তু ইংরেজেরা জীবন্ত অবস্থায় আমাকে ধৃতকরিতে পারিলে, নিশ্চয়ই আমাকে ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হইবে। ফাঁসির কাঠে মৃত্যুপরিহারার্থ পলায়ন করিতে হইলে পলায়নকলঙ্ক সহ্যকরিয়াও আমাকে জীবন রক্ষা করিতে হইবে।"

শাস্ত্রী বলিলেন—"তুমি মনের এই সকল কুসংস্কার দূর কর। ফাঁসির কাষ্ঠ এবং কামানের গোলা উভয়ই সমভাবে তোমার স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিবে।"

এই সকল কথাবার্ত্তার পর তান্তিয়াতপি অশ্বারোহণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। যোগিরাজ এবং নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী প্রাঙ্গনে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"মহাশয়! তান্তিয়াতপির মন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। আপনি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে দেশহিতৈষীরবেশে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন দেশহিতৈষিতার অর্থ তাঁহার বুঝিবার সাধ্য নাই। কেবল আপনিই মনে মনে তাঁহাকে দেশহিতৈষী বলিয়া কল্পনা করিতেছেন।"

"বাছা! তুমি তান্তিয়াকে চিনিতে পার নাই। তান্তিয়ার বুদ্ধি অতি প্রখর। তান্তিয়া অশিক্ষিত হইলেও তিনি আমার সকলকথাই বুঝিতে পারিয়াছেন কুশিক্ষাপ্রযুক্তই মানুষ সদুপদেশ এবং সদ্ভাব সহজে গ্রহণকরিতে পারে না। কিন্তু অশিক্ষা মানুষকে সদুপদেশ এবং সদ্ভাব গ্রহণে একেবারে অসমর্থ করে না।"

"সে কথা আমি অস্বীকার করি না। কুশিক্ষা অপেক্ষা যে অশিক্ষা ভাল তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদের বঙ্গদেশে শিক্ষিতবলিয়া পরিচিত কুশিক্ষিত লোকেরা সমাজ সংস্কারের যদ্রূপ বাধা দিতেছেন, অশিক্ষিত লোকেরা তদ্রূপ বাধা প্রদান করেন না। কিন্তু তান্তিয়ার সদৃশ অশিক্ষিত লোক কি আপনার সঙ্কল্পিত মহদুদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন? তান্তিয়ার বিষয়ে আমি অনেক কথা শুনিয়াছি। তান্তিয়ার মন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। দেশহিতৈষিতা কি তাহা তাহার বুঝিবারও সাধ্য নাই।"

"দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সমুদয় লোকের মনই কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। কুসংস্কার বম্বে এবং মান্দ্রাজের লোকদিগের একেবারে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তোমাদের বঙ্গদেশে বরং ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপননিবন্ধন লোকের কুসংস্কার অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের লোকের কুসংস্কার দূরকরিবার জন্য আজপর্য্যন্ত কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়ে ইহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।"

"মহাশয়, কুসংস্কার দূর না হইলে তাঁহারা কোন বিষয়ের ভাল মন্দ অবধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না। দেশহিতৈষিতা যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিতেও

পারিবেন না। বিশেষতঃ তান্তিয়া এখন আপনার সংকল্পিত মহচ্ছদেশ্যে জীবন বিসর্জ্জনকরিতে সমর্থ হইলেও, দেশীয় লোকেরা আবার তান্তিয়ার সদৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। সুতরাং তান্তিয়ার মৃত্যুতে দেশের লোকের উপকার হইবে না। আমার বোধহয় আর ত্রিশ বৎসরের মধ্যেও মহারাষ্ট্রীয়েরা তান্তিয়ার জীবনের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিবে না। তান্তিয়ার মৃত্যু কেবল অরণ্যে রোদন হইবে। আপনি এখন সংসারধর্ম্ম ত্যাগী; এখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের এবং দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য লোকের কুসংস্কার যাহাতে দূর হয় তাহারই চেষ্টা করুন্। তান্তিয়াকে সমরক্ষেত্রে প্রেরণকরিলে কিছু লাভ হইবে না।"

"দেশের কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা"—এই কথা যোগিরাজের মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র ত্র্যম্বকশাস্ত্রী আধোমুখে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। শাস্ত্রীকে অকস্মাৎ তদবস্থাপন্ন দেখিয়া যোগিরাজ আশ্চর্য্য হইলেন। ইহার নিগুঢ়তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে তিনি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "—মহাশয়! কি জন্য অকস্মাৎ আপনার ঈদৃশ শোকাবেগ এবং বিষাদ উপস্থিত হইল কিছুই বুঝিতে পারি না।"

শাস্ত্রী এখনও অধোমুখে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে আর কথা নাই। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—"গত জীবনের বিবিধ ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই মনে দুর্ব্বিসহ কষ্ট উপস্থিত হয়; মনে হয় আমার আপন দোষেই আমার এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে,—আপন দোষেই আমার পুত্র কন্যার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাছা! মৃতের শোক সহ্য হয়; কিন্তু জীবিতের শোক একেবারে অসহনীয়। মৃতের শোক লোকে ভুলিতে পারে। কিন্তু জীবিতের শোক সর্ব্বদাই অন্তরে তুষানলের ন্যায় জ্বলিতে থাকে।"

শাস্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নির্ব্বাক হইলেন। কিন্তু যোগিরাজ আবার বলিলেন—"মহাশয় আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অকস্মাৎ এই বিষয় স্মৃতিপথারূঢ় হইবার কারণ কি?"

"তুমি দেশের কুসংস্কার দূর করিবার কথা উল্লেখ করিবামাত্র আমার গত জীবনের কয়েকটি ঘটনা স্মৃতিপথারূঢ় হইল। সেই সকল ঘটনা স্মরণ হইলেই, মনে ঘোর অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠে এবং তখন আমি আপনাকে জননীর কুপুত্র—স্ত্রীর কুস্বামী—সন্তানদিগের কুপিতা—দেশের কুলোক—মহারাষ্ট্রীয় জাতির কুলাঙ্গার—এবং পরমেশ্বরের অকৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া মনে করি।"

"আপনার জীবনের সে সকল ঘটনা আমার নিকট প্রকাশ করিবার কোন বাধা আছে ?"

"না,—তাহা প্রকাশ করিবার কোন বাধা নাই। আমার জীবনের কোন ঘটনাই আমি গোপন করি না। বরং তোমার নিকট সে সকল কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিবার ইচ্ছা ছিল।"

"তবে এখনই বলুন না।"

"বাছা! বলিব কি, আমি সত্য সত্যই নিতান্ত নরাধম। নরাধম না হইলে আমার এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে কেন? পরমেশ্বর আমাকে পরম সুখী করিবার জন্য দিব্যচক্ষু এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া আমি সেই দিব্যজ্ঞান এবং দিব্য চক্ষুর প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নরকের পথ অবলম্বন করিলাম। সুতরাং দুর্ব্বিসহ যাতনা সহকারে এই পাপজীবন বহন করিতেছি।

"বঙ্গদেশে ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের যদ্রূপ দৃষ্টি এই ঘৃণিত দেশাচার এবং উপধর্ম্মের প্রতি পড়িল,এবং দেশের কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হইল,এই দক্ষিণ-ভারতে আমার মনেও তদ্রূপ দেশপ্রচলিত কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের প্রতি যৌবনের প্রারম্ভেই যারপরনাই ঘৃণার উদয় হইল। তাঁহার ন্যায় আমিও চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে বম্বাই নগরে একেশ্বরের উপাসনার্থ প্রার্থনা-সমাজ সংস্থাপনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলাম; দেশের জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুৎসিত প্রথা রহিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে আরম্ভ করিলাম। দেশ শুদ্ধ সমুদয় লোক তখন আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; আমাকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই আমি ভীত হইলাম না। নব উদ্যম এবং নবোৎসাহ সহকারে অবিচলিত চিত্তে আপন উদ্দেশ সাধনকরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার জননী এই সকল বিষয় জানিতে পারিয়া স্বয়ং বম্বে আসিয়া, আমার অভিপ্রেত সংস্কারকার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন এবং তদ্রূপ সদনুষ্ঠান হইতে আমাকে বিরত রাখিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। আমি নিতান্ত অজ্ঞান। সুতরাং জননীর ক্রন্দন এবং চক্ষের জল আমার অসার মন বিগলিত করিল। আমি শুদ্ধ কেবল জননীর অনুরোধে অভিপ্রেত সংস্কার কার্য্যহইতে বিরত রহিলাম।

"আমার জীবনের এই ঘটনাই আমার অধঃপতনের প্রথম কারণ। ইহার

পর আবার সার্ জন্ ম্যাল্কম ক্রমান্বয়ে দুইবার ভারতপরিত্যাগকালে আমাকে তাঁহার সঙ্গে ইংলণ্ডে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ইংলণ্ডে তখন আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষি কর্ণেল আর্থারওয়েলেস্লি ডিউক অব ওয়েলিংটন উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অদ্বিতীয় লোক হইয়াছেন। সেই সময় ইংলণ্ডে গমন করিলে, বিদেশ ভ্রমণ দ্বারা আমার মানসিক উন্নতি হইত এবং পদোন্নতিরও বিলক্ষণ সম্ভব ছিল। কিন্তু দুর্বুদ্ধি বশতঃ জননীর অনুরোধে সে সঙ্কল্পও পরিত্যাগ করিলাম। জীবনের এই দুইটী মহৎ সংকল্প পরিত্যাগ না করিলে, আজ কি নিরানব্বই বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিতে হইত? আজ কি আমার পুত্র কন্যার এ দুর্দ্দশা হইত? তোমাদের বঙ্গদেশের রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া বঙ্গবাসীদিগের যদ্রূপ উপকার করিয়াছেন, আজ আমিও দক্ষিণভারতের জনসাধারণের তদ্রূপ উপকার করিতে পারিতাম। বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় এ প্রদেশীয় লোকেরও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইত। কিন্তু জননীর কুসংস্কারকে প্রশ্রয় প্রদান করিয়া আমি জীবন বৃথা করিলাম। জননীর কুসংস্কার পোষণ করিয়া আমি জননীর অনিষ্ট করিয়াছি; আপন পুত্র কন্যার অনিষ্ট করিয়াছি; এবং দেশের অনিষ্ট করিয়াছি প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরা কখনও পিতা মাতার কুসংস্কারকে প্রশ্রয় প্রদান করেন না। রোগগ্রস্ত হইয়া জননী কুপথ্য করিতে ইচ্ছা করিলে, বুদ্ধিমান সন্তান কি কখনও মাতাকে কুপথ্য প্রদান করেন? ক্ষিপ্ত হইয়া পিতা বিষপান করিতে চাহিলে, সন্তান কি তাঁহাকে কখনও বিষ প্রদান করেন? কুসংস্কারাপন্ন পিতা-মাতার কুসংস্কারকে প্রশ্রয় প্রদান করিলে নিশ্চয়ই সন্তানকে পিতৃমাতৃ-হত্যার পাপ আশ্রয় করিবে।

"আমি তখন জননীর বাক্য লঙ্ঘন করিয়া বম্বে প্রার্থনাসমাজ সংস্থাপন করিলে নিশ্চয়ই মহারাষ্ট্রীয়েরা আমাকে সমাজচ্যুত করিতেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ,এই পতিত এবং ঘৃণিত হিন্দুসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়া কি সৌভাগ্যের বিষয় নহে? যাহার মধ্যে আত্মসমাদর আছে, যাহার আত্মোন্নতির স্পৃহা আছে, সে কি কখনও এই ঘৃণিত হিন্দুসমাজের সঙ্গে সংশ্রব রাখিতে পারে? তখন সমাজচ্যুত হইলে আমার এক প্রকার স্বর্গলাভ হইত। তখন সমাজচ্যুত হইলে আর রাজা গঙ্গাধর রাওর ন্যায় নরপিশাচ আমার কন্যার বিবাহাকাঙ্ক্ষী হইতেন না; এবং ঝান্সীর সেই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ অর্থলোভে আমার পুত্রের হস্তে তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিতেন না।"

"এই সকল বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন মনে হয় আমার জীবন নষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাকে দিব্যচক্ষু এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন। কিন্তু আমি সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া সেই দেবতাদিগের বাঞ্ছনীয় শুভবুদ্ধির অপব্যবহার করিয়াছি। সুতরাং এখন আমি পিতামাতার কুপুত্র—স্ত্রীর কু-পতি—সন্তান সন্ততির কু-পিতা—সমাজের কু-পাত্র এবং ঈশ্বরের অকৃতজ্ঞ সন্তান হইয়া পড়িয়াছি। তুমি দেশ সংস্কারের কথা উল্লেখ করিবামাত্র আমার গত জীবনের এই সকল ভ্রম স্মৃতিপথারূঢ় হইল, সুতরাং তাহাতেই আমার অন্তর মধ্যে তৎক্ষণাৎ শোকানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।"

নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী এইপর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার সময় যোগিরাজের দুই চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতেছিল। কিছুকাল ইঁহারা উভয়েই অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তৎপরে যোগিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার সহধর্ম্মিণীও কি আপনাকে এই সকল সদনুষ্ঠান হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতেন ?"

"কখনও না,—তিনি অত্যন্ত পতিপ্রাণা বুদ্ধিমতী ছিলেন। পুত্রের অসদাচরণ দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত মানসিক কষ্ট হইতে লাগিল। মানসিক কষ্টে তিনি আহার করিতেন না। ইহাতে ক্রমে তাঁহার ক্ষুধা হ্রাস হইতে লাগিল। তখন বম্বের একজন উৎকৃষ্ট ইংরেজচিকিৎসক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমাকে সিংহলদ্বীপে যাইতে অনুরোধ করিলেন। চিকিৎসক বলিলেন যে মনোকষ্টে ক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে। সামুদ্রিকবায়ুসেবন এবং মনোকষ্ট নিবারণার্থ বিদেশ ভ্রমণ ইহার একমাত্র ঔষধ। কিন্তু আমার জননীই সর্ব্বনাশের মূল। তিনি আমার স্ত্রীর অর্ণবপোতে সিংহলগমনের বিরোধী হইলেন। আমার স্ত্রী শাশুড়ীর বাক্য কখনও লঙ্ঘন করিতেন না। সুতরাং তাঁহার আর সিংহলে যাওয়া হইল না। এই সকল ঘটনার মাসাধিক পরে তাঁহার মৃত্যু হইল।"

শাস্ত্রীর বাক্যাবসানে যোগিরাজ বলিলেন, "অযথোচিত মাতৃ পিতৃ ভক্তি লোককে নিশ্চয়ই নীরয়গামী করে।"

"ইহাকে কি তুমি পিতামাতার প্রতি ভক্তি বল ? রোগাক্রান্ত পিতামাতাকে কুপথ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের জীবন বিনাশ করিলে যে পাপ হয় ; পিতামাতার কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিলে তদপেক্ষা গুরুতর পাপ হয়। তিনবৎসর বয়স্ক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য শিশুসন্তান প্রজ্বলিত অগ্নিতে হস্ত প্রদানকরিবার জন্য ক্রন্দন করিলে, বুদ্ধিমান পিতা কি তাহার ক্রন্দন নিবারণার্থ তাহাকে অগ্নিতে

হস্ত প্রদান করিতে দিবেন? আমাদের দেশের অনেকানেক পিতামাতা তিনবৎসর বয়স্ক শিশুর ন্যায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য উপযুক্ত শাসনের আবশ্যক হয়। চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে জননীকে কোন তীর্থস্থানে প্রেরণ করিলে তাঁহারও মঙ্গল হইত আমারও কোন অনিষ্ট হইত না। কিন্তু তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম না। অবশেষে নিরানব্বই বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইল। পুনা অবস্থান কালে শুনিয়াছি এখন তিনি একেবারে চক্ষু কর্ণহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কষ্টের আর সীমা পরিসীমা নাই। তিনি যে আমার এত অনিষ্ট করিয়াছেন, তথাচ জননী বলিয়া তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই আমার মনে অতিশয় কষ্ট হয়।”

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রই শোকে ত্র্যম্বক শাস্ত্রীর কণ্ঠবরোধ হইল। তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে উভয়েই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শয়নের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শয়ন করিবার পূর্ব্বে যোগিরাজ বলিলেন—“পিতঃ আমি কল্য প্রত্যূষেই এই স্থান পরিত্যাগ করিব। আপনি কত দিন পরে ঝান্সী যাইতে ইচ্ছা করেন?”

“এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। বর্ত্তমান বিদ্রোহ শেষ হইলে আমি ঝান্সী চলিয়া যাইব।”

“এ বিদ্রোহের শেষ পর্য্যন্ত এখানেই অবস্থান করিবেন?”

“তাহাও এখন কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। বোধ হয় আমাকে তান্তিয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে। তুমি এখন কি ঝান্সীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে?”

“আমি ঝান্সী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একবার ইন্দোরে যাইব।”

“ইন্দোরে যাইবে কেন?”

“আপনি কি জানেন না? নানা সাহেব এবং আজিমউল্লা প্রায় সমুদয় দেশীয় রাজার দরবারে জ্যোতির্ব্বিদ প্রেরণ করিতেছেন। সেই সকল জ্যোতির্ব্বিদেরা ইংরেজরাজত্ব বিলোপ হইবে বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছে। দেশীয় রাজগণ মধ্যে অনেকেই ইহাদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সঙ্গে যোগ দান করিতেছেন। মহারাজ হলকারের নিকটও জ্যোতির্ব্বিদ প্রেরিত হইয়াছে। আমি ইন্দোরে যাইয়া এই সকল জ্যোতির্ব্বিদের ভণ্ডামি প্রকাশ করিয়া দিব অনর্থক ইহাদিগের কুপরামর্শে দেশীয় রাজগণকে কুপথগামী হইতে দিব না।”

যোগিরাজের বাক্যাবসানে ত্র্যম্বকশাস্ত্রী বলিলেন—"আমার জন্য তোমার আর এখানে আসিতে হইবে না। ঝান্সীতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আমি মনে করিয়াছি বঙ্গে প্রার্থনা সমাজ সংস্থাপনার্থ আর একবার চেষ্টা করিব। ঝান্সী হইতে তোমাকে সঙ্গে করিয়া একত্রে বঙ্গে চলিয়া যাইব।"

"আপনার সঙ্গে আমার বঙ্গে যাইতে আপত্তি নাই। কিন্তু এখন আর কি এই বৃদ্ধ বয়সে আপনি পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতে পারিবেন? হয়ত তদ্রূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবেন।"

"বাছা, আমাকে কিছুতেই ভগ্নোৎসাহ করিতে পারে না। আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে; মস্তকের সমুদয় কেশ সাদা হইয়াছে; কিন্তু মনের যৌবনাবস্থা এখনও বিনষ্ট হয় নাই। আমার মন কিঞ্চিন্মাত্রও যুবকের তেজ এবং যৌবন সুলভ উৎসাহ বিবর্জ্জিত হয় নাই।"

এই সকল কথাবার্ত্তার পর ইঁহারা শয়ন করিলেন। নিশাবসানের প্রায় দুই ঘটিকা পূর্ব্বে যোগিরাজ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ঝান্সী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রেম ও কর্ত্তব্য।

রাত্রি এখনও অবসান হয় নাই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক্ ঘোর অন্ধকারময়। গঙ্গাতীরে শোঁ শোঁ শব্দে প্রবলবেগে শীতল বায়ু বহিতেছে। কল কল শব্দে নদীর জল পূর্ব্বাভিমুখে চলিতেছে। যোগিরাজ নদীতীরবর্ত্তী রাস্তা দ্বারা বরাবর দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। শিবমন্দির হইতে তিনি প্রায় দুই ক্রোশ পথ গমন করিয়াছেন। দিঙ্মণ্ডল এখনও তমসাবৃত রহিয়াছে। বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ী জ্যোতিতে ক্ষণে ক্ষণে নদীবক্ষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কিন্তু বিদ্যুতালোক অদৃশ্য হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তমোরাশি আবার দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে। যোগিরাজ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—"এ ঘোর তমোরাশি মানবজীবনের মোহান্ধকারের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ি আলোকের ন্যায় অন্তরাকাশে ঈশ্বর জ্যোতি প্রকাশিত হইবামাত্র এই অনন্ত জীবন-নদীর প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু সংসারের মোহান্ধকার আবার তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি অবরোধ করিয়া সকলই অদৃশ্য করে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি আর এক ক্রোশ অগ্রসর হইবামাত্র রজনী প্রভাত হইল। কিন্তু এখনও গগনমণ্ডল মেঘাবৃত হইয়া রহিয়াছে। দূরস্থিত বস্তু এখনও স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রায় তিন চারি ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিয়া তিনি একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং বিশ্রামার্থ নদীতীরে বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া গঙ্গার লহরী দেখিতে লাগিলেন।

নদীবক্ষে চারি পাঁচ খানি বড় বড় নৌকা ভাসিতেছে। নৌকা সকল নাবিক শূন্য। সুতরাং লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন মানব-জীবনের-ন্যায় এই সকল নাবিকশূন্য তরণী নদীর তরঙ্গাঘাতে একবার এদিক আবার ওদিক পরিচালিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি নৌকা বেগে নদীর চরের উপর আসিয়া পড়িল। নৌকাখানি চরায় লাগিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এখন আর নদীতরঙ্গ এই নৌকাকে একটুও এদিক ওদিক সরাইতে পারে না। কিন্তু তরঙ্গাঘাতে চরায় সংলগ্ন নৌকা একেবারে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। এই নৌকাখানি লক্ষ্যহীন মানব-জীবনের পরিণাম বিলক্ষণ প্রতিপাদন করিতেছে। লক্ষ্যহীন মানুষ কিছুকাল সংসারের তরঙ্গে এদিক ওদিক পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু অনতিবিলম্বে একটা আসক্তির চরায় লাগিয়া পরিণামে বিনষ্ট হয়।

চরায় সংলগ্ন নৌকাখানির প্রতি যোগিরাজের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার বসিবার স্থান হইতে বিশ পঁচিশ হাত মাত্র দূরে নৌকাখানি আসিয়া চরের উপর আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। নৌকার আচ্ছাদন নাই তন্মধ্যে দুই তিনটী ইংরেজ দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। নৌকাখানি দেখিয়াই যোগিরাজ বুঝিতে পারিলেন যে, গতকল্য ইংরেজেরা এলাহাবাদ যাইবার অভিপ্রায়ে এই নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। পরে বিদ্রোহীগণ নৌকার উপর গোলা চালাইয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছে। পূর্ব্ব দিবসের সমুদয় ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র তিনি মনে করিলেন, হয় ত নৌকারমধ্যে দুই একটী জীবিত লোকও থাকিতে পারেন। এইরূপ চিন্তাকরিয়া তিনি ধীরে ধীরে নৌকার নিকট যাইয়া নৌকার উপর উঠিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে নৌকার উপর উঠিতে দেখিয়া, একটী ইংরেজরমণী ভীমনাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ একটী বন্দুক হাতে লইলেন। নৌকার বারুদ গোলা সকলই বৃষ্টির জলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রমণী বন্দুকের অগ্রভাগ

দ্বারা সজোরে বারম্বার যোগিরাজের স্কন্ধের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন। দুই তিনটী আঘাতের পর, যোগিরাজ উক্ত রমণীকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজিতে বলিলেন—

"Madam, you need not be frightened. I am not a mutineer—Can I help you in any way" মহাশয়া, আপনি ভীত হইবেন না—আমি বিদ্রোহী নহি—আমার দ্বারা আপনার কোন সাহায্য হইতে পারে?"

রমণী অত্যন্ত কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"Help—Hlep from a nigger, you treacherous villain—murderer—সাহায্য—এই নিগার হইতে সাহায্য—বিশ্বাসঘাতক ধূর্ত্ত—নরহত্যাকারী"—এই বলিয়াই রমণী আবার বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা যোগিরাজের মস্তকের উপর আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। যোগিরাজ তখন হস্ত দ্বারা রমণীর হাতের বন্দুক ধরিয়া অতি করুণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

"Madam, in the name of God I assure you, I have no intention to do you any harm"—"মহাশয়া, পরমেশ্বরের নাম লইয়া বলিতেছি আপনার কোন প্রকার অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায় আমার নাই।"

"In the name of God—you blasphemous race—Have you any God, you treacherer—Murderer?"—ঈশ্বরের নাম লইয়া—ঈশ্বর বিরোধী জাতি—তোদের কি আবার ঈশ্বর আছে? বিশ্বাসঘাতক—নরহত্যাকারী"—

"Madam—have patience—Hear what I have to say—I am not your enemy—মহাশয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন—আমার কথা শুনুন—আমি আপনার শত্রু নহি—"

"To hear you—a Murderer—I will kill you if you attempt to commit any outrage upon me—I will certainly avenge the blood of my husband and child."—"তোর কথা শুনিব—নরহত্যাকারী—আমার ধর্ম্ম বিনাশের চেষ্টা করিলে এখনই তোকে খুন করিব—পতি পুত্রের শোণিতের প্রতিশোধ লইব"—

এই বলিয়াই রমণী আর একটী বন্দুক হাতে তুলিয়া লইলেন। নৌকার মধ্যে সাত আটটা বন্দুক এবং রিভল্বার পড়িয়া রহিয়াছে। রমণী আবার যোগিরাজের মস্তকের উপর বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। যোগিরাজ রমণীর হস্তস্থিত বন্দুকটী ধরিয়া আবার বলিলেন—

"Madam, believe me—I will befriend you in your present distress—মহাশয়া, আমাকে বিশ্বাস করুন—আপনার বর্ত্তমান দুরবস্থায় আমি আপনার বন্ধু হইব।"

রমণী নৌকার মধ্যে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বাম হস্তে গোলাবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বন্দুক তুলিয়া যোগিরাজকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এতক্ষণ উত্তেজিতাবস্থায় কথা বলিয়া এবং সতেজে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তিনি আবার অত্যন্ত নিস্তেজ হইলেন; এবং অকস্মাৎ ছিন্ন তরুর ন্যায় নৌকার উপর অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তৃষ্ণায় তাঁহার কণ্ঠ ও জিহ্বা একেবারে শুষ্ক হইয়াছে। আর তাঁহার কথা বলিবারও সাধ্য হইল না। নৌকার মধ্যে ইংরেজদিগের ব্যবহারোপযোগী অনেক ভগ্ন জলপাত্র রহিয়াছে। যোগিরাজ নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক একটী ভগ্ন জলপাত্র পূর্ণ করিয়া জল তুলিলেন। রমণীর মস্তকে বারম্বার জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে রমণী কিঞ্চিৎ চৈতন্যলাভ করিয়া জলপান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। যোগিরাজ তাঁহার মুখে জল ঢালিয়া দিলেন। জলপান করিবার পর রমণী সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞালাভ করিয়া অতি কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"Kill me if you like—But my honour— For God's sake don't attempt to violate my honour—if you are a sepoy, act like a soldier তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে খুন কর—কিন্তু আমার ইজ্জত—ঈশ্বরকে মনে করিয়া আমার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিও না। তুমি সিপাহী হইলে প্রকৃত সৈনিকপুরুষের ন্যায় আচরণ কর।"

"Madam, I again assure you, I am neither a sepoy nor a mutineer—I look upon you as my mother or sister. Please tell me, Can I render you any help in your present distress—মহাশয়া, আমি আবার আপনাকে বলিতেছি। আমি সিপাহী কিম্বা বিদ্রোহী নহি। আমি আপন জননী কিম্বা ভগ্নী বলিয়া আপনাকে মনে করি। বলুন আমার দ্বারা আপনার কোন সাহায্য হইতে পারে কি না?"

"Excuse me, if I have unjustly suspected your motive. But I can hardly believe what you say. Your words are very sweet indeed. But you are a native—a nigger—that treacherous race—Did not Nana—that arch-villain always treat us

with great kindness and courtesy ? Did he not swear that he would allow us to leave this place unmolested ? O Treachary —hideous treachary! For God's sake go away and leave me alone. I will die by the side of my husband and child.

"অন্যায় পূর্ব্বক তোমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়া থাকিলে আমাকে ক্ষমা করিবে। কিন্তু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। তোমার কথা বড় সুমিষ্ট। কিন্তু তুমি এই দেশীয় লোক—তুমি নিগার-- বিশ্বাসঘাতক জাতি—ধূর্ত্ত নানা কি আমাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করিত না ?—ধূর্ত্ত কি সেদিন শপথ পূর্ব্বক বলে নাই যে, আমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে দিবে ? কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা। ঈশ্বরের জন্য এই স্থান হইতে তুমি চলিয়া যাও। আমাকে একাকিনী এখানে থাকিতে দেও। আমি পতি পুত্রের পার্শ্বে এইস্থানেই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করি।"

"Madam, I understand you very well. You are quite justified in suspecting me—or my motive. But I assure you I have no other motive in this world, or in this life than to serve God and Humanity. Please tell me, if I can helf you in any way. Have you any friend or relative in any part of this country ? If you have, I will try to leave you under their protection. মহাশয়া, আমি আপনার মনোগতভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। আমার প্রতি কিম্বা আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আপনার মনে সন্দেহ হইবার বিলক্ষণ কারণ রহিয়াছে। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই পৃথিবীতে কিম্বা এ জীবনে ঈশ্বর এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর সেবা ভিন্ন আমার আর কোন লক্ষ্য নাই,আর কোন উদ্দেশ্য নাই। এই দেশের কোন স্থানে আপনার বন্ধু কিম্বা আত্মীয় স্বজন কেহ আছেন কি না বলুন। আমি আপনাকে তাঁহাদিগের রক্ষণাধীনে রাখিয়া আসিব।"

"O there is no hope for my life. I will die here. Here in this boat, by the side of my husband and child. Would to God I might die with my honour unsullied and undefiled. আ! আমার জীবনের আশা নাই। আমি এই স্থানেই মরিব—এই নৌকার মধ্যে

—আমার স্বামি পুত্রের পার্শ্বেই মরিব। ঈশ্বর করুন আমি আপন নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মরিতে পারি।"

"Madam, you are an angel, pure in thought and words. But there is a very great danger to your life and honour here. The Mutineers will soon come up and search these boats. And before evening you will be a prisoner in their hands. মহাশয়া, আপনাকে স্বর্গীয় দেববালা বলিয়া বোধ হয়। চিন্তা এবং বাক্যে আপনি পবিত্র। কিন্তু এই স্থানে থাকিলে আপনার জীবন এবং ইজ্জত বিনাশের গুরুতর আশঙ্কা রহিয়াছে। বিদ্রোহিগণ নৌকা অনুসন্ধানার্থ সত্বরই এখানে আসিবে। এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনাকে বন্দিনীস্বরূপ তাহাদিগের হস্তে নিপতিত হইতে হইবে।"

"Young man—there is no danger to my honour. I am a soldier's daughter—and a soldier's wife. As soon as they will come up, I will throw myself into this river. যুবক, আমার ইজ্জত বিনাশের আশঙ্কা নাই। আমি সৈনিকপুরুষের কন্যা এবং সৈনিকপুরুষের পত্নী। বিদ্রোহিগণ এখানে আসিবামাত্র আমি নদীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিব।"

"I doubt not, lady, your extraordinary courage. But why think of committing suicide, if God in His infinite mercy alloweth you an opportunity to avoid it? আপনার অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহার অপার কৃপাগুণে আপনাকে আত্মরক্ষার সুযোগ প্রদান করিলে কেন আপনি আত্মহত্যা করিবেন?"

"But is there any way to escape? Young man please don't deceive me. Tell me who you are and what on earth can induce you to do me any good. কিন্তু পলায়নের কি পথ আছে? যুবক আমাকে প্রতারণা করিও না। তুমি কে? বল। আর কি উদ্দেশ্যে তুমি আমার উপকার করিতে চাহ?"

"Madam, I do not recollect that I have ever deceived any body in my life. In offering my assistance to you I have no other motive than to serve God and Humanity. I am a Sannyasi —a recluse. The motto of my life is "Love and Duty" I can

hardly leave you in your present distress without violating my duty to Humanity. মহাশয়া, আমার স্মরণ হয় না যে এ জীবনে কাহাকেও কখনও প্রতারণা করিয়াছি। ঈশ্বর এবং সমগ্র মানব মণ্ডলীর সেবা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে আপনার সাহায্য করিবার অভিপ্রায় নাই। আমি সন্ন্যাসী। প্রেম এবং কর্ত্তব্যই আমার জীবনের পরিচালক। কর্ত্তব্যলঙ্ঘন না করিয়া আর আপনাকে আমি এই দুরবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারি না।"

"Strange—very strange indeed. Has God the Almighty Father sent you for my relief? It must be so—it must be so—otherwise is it possible that a nigger—that treacherous race—should cherish in his black heart such noble thoughts as these. আশ্চর্য্য—বড় আশ্চর্য্য—সর্ব্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বর কি তোমাকে আমার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন? তাহাই হইবে—তাহাই হইবে—নতুবা এও কি সম্ভবপর? যে, একটা নিগার—এই বিশ্বাসঘাতক জাতি—তাঁহার কাল হৃদয়ে ঈদৃশ মহৎ ভাব পোষণ করিতে পারে?"

"Madam excuse me—such erroneous notion which you English people generally entertain as regards the character of the people of this country, has undoubtedly brought upon you this disaster—"মহাশয়া, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনারা এদেশীয় লোকের সম্বন্ধে ঈদৃশ ভ্রমাত্মক সংস্কার পোষণ করেন বলিয়াই আপনাদের বর্ত্তমান বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।"

"Well it is quite useless to talk upon that subject now. But let me know what you propose to do for the safety of my life and honour. "এ বিষয় এখন বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনি বলুন আমার প্রাণ এবং ধর্ম্ম রক্ষার্থ আপনি কি উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন?"

"Please change your dress, and come along with me." আপনার পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করুন এবং আমার সঙ্গে চলুন।"

"Where are you going? আপনি কোথায় যাইবেন?"

"I was going to Indore. But I can hardly leave you here. In your present distress without breaking the vow I have taken.

So I am not going there until I see you out of danger. "আমি ইন্দোর নগরে চলিয়া ছিলাম। কিন্তু আমার জীবনের ব্রত ভঙ্গ না করিয়া আমি কখনও আপনাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। সুতরাং এখন আমি আপনাকে নিরাপদ স্থানে না রাখিয়া সেখানে যাইব না।"

"I will be quite safe either at Allahabad or at Lucknow. My father is at Lucknow and my brother is at Allahabad. এলাহাবাদ কিম্বা লক্ষ্ণৌ পৌছিতে পারিলেই আমি নিরাপদ হইতে পারি। আমার পিতা লক্ষ্ণৌতে এবং আমার ভাই এলাহাবাদে আছেন।"

"Madam, Allahabad is more than hundred miles distant from this place. You are utterly exhausted. You will not be able to undertake such a long journey—" মহাশয়া! এলাহাবাদ এই স্থান হইতে একশত ক্রোশেরও অধিক দূর হইবে। আপনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এত দূর আপনার গমন করিবার সাধ্য হইবে না।"

"Then we may go to Lucknow—"তবে লক্ষ্ণৌ যাইতে পারি।"

"Yes, Lucknow is the nearest station. If you can walk fast we may reach Lucknow within twenty-four hours. "হাঁ লক্ষ্ণৌ অতি নিকটবর্ত্তী সহর। আপনি দ্রুতপদে চলিতে পারিলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা লক্ষ্ণৌ পৌছিতে পারিব।"

যোগিরাজের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহীকে গঙ্গার অপর পার্শ্বে দেখা গেল। তাহারা পলায়িত ইংরেজদিগের অনুসন্ধানে গঙ্গার অপর পার্শ্ব দিয়া বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি যোগিরাজের দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—

Madam take these two coloured clothes—and change your dress at once, they are coming "মহাশয়া! এই দুই খানা গৈরিক বসন ধরুন। এবং শীঘ্র শীঘ্র আপনার বস্ত্র পরিত্যাগ করুন। বিদ্রোহীগণ ঐ আসি-তেছে—আসিতেছে।

যোগিরাজের পরিধেয় বস্ত্রখানি ভিন্ন, আর দুইখানি গৈরিক বসন তাঁহার সঙ্গে থাকিত। সেই দুই খানি বসনের একখানি তিনি চাদরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তদ্দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিতেন। দ্বিতীয়খানি মান্দ্রাজি লোকের ন্যায় মস্তকে বাঁধিতেন। এখন শরীর এবং মস্তক অনাবৃত করিয়া দুইখানি বসনই

রমণীকে প্রদান করিলেন ইংরেজ রমণীগণ এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বসন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। বিশেষতঃ অন্য লোকের সাক্ষাতে তাঁহার বসন পরিবর্ত্তনে একেবারে অসমর্থা। সুতরাং রমণী একটু অপ্রস্তত হইয়া পড়িলেন। যোগিরাজ তাঁহাকে বারম্বার বসন পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রমণী দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কোটিদেশে বস্ত্রবাঁধিতে জানেন না। অনেক কষ্টে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া যোগিনীর বেশে, তিনি নৌকা হইতে গঙ্গার পাড়ে অবতরণ পূর্ব্বক যোগিরাজের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে চলিলেন। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পদব্রজে গমন করিয়া তৎপর দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় ইহারা লক্ষ্ণৌ পৌছিলেন।

ঊনবিংশতম অধ্যায়।

মাতুরার হীরক।

জুন মাসের প্রারম্ভেই অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজদিগের প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিল। মোহামদি, সীতাপুর, বেরূচ দরিয়াবাদ, সেক্রোরা, গণ্ডা, সুলতানপুর এবং ফায়েজাবাদ প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক জিলার ইংরেজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই সিপাহীদিগের কোপানলে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। আর কেহ কেহ আপন আপন স্ত্রী পুত্রসহ পলায়ন পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ আসিলেন। লক্ষ্ণৌসহরের দুইএক রেজিমেণ্টের সিপাহী বিদ্রোহী হইলেও,লক্ষ্ণৌবাসি ইংরেজগণ এখন পর্য্যন্তও কানপুরের ইংরেজদিগের ন্যায় দুর্গের মধ্যে একেবারে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া পড়েন নাই। এখানে এখনও তাঁহারা সহরের মধ্যে সশস্ত্রে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন। মিরাটের বিদ্রোহের সংবাদ লক্ষ্ণৌ পৌছিলে পর,এই স্থানের ইংরেজগণ মেমাস হইতেই আত্মরক্ষার বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। মে মাস হইতে সহরে অনেকানেক বাঙ্গালী আমলা এবং কর্ম্মচারী স্পেসাল(বিশেষ)পোলিসস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া রাত্রে সহরের স্থানে স্থানে পাহারা দিতেছেন। ইংরেজকর্ম্মচারীগণ লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি গৃহের চতুঃপার্শ্বস্থিত স্থান এবং মৎস্যভবন গৃহ গড়বন্দি করিবার আয়োজন করি-

তেছেন। ইংরেজ সৈন্যগণ এবং লক্ষ্ণৌবাসি অপর ইংরেজদিগের ভবিষ্যতে আহার্য্য দ্রব্যের অভাব না হয়, তজ্জন্য মে মাস হইতে ময়দা ঘৃত ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইতেছে। একজন প্রৌঢ়াবস্থাপন্ন, ক্ষীণকায়, লম্বাকৃতি ইংরেজ অহর্নিশ লক্ষ্ণৌর এদিক ওদিক বিচরণ করেন। তিনি একটী অদ্ভুত পুরুষ। কি দিবসে কি রাত্রে তিনি সকল সময়ে সকল স্থানেই বর্ত্তমান। কথনও তিনি অশ্বপৃষ্ঠে সহরের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছেন; কথনও তিনি মৎস্য-ভবন গড়বন্ধি করিবার মন্ত্রণা করিতেছেন; কথনও নিশীতে ছদ্মবেশে সহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা এবং গলি পরিদর্শন করিতেছেন। কথনও রেসিডেন্সিতে বসিয়া রাশি রাশি কাগজ পত্র পাঠ করিতেছেন। মে মাসের ১৫ই তারিখের পর, জুনের প্রথম সপ্তাহপর্য্যন্ত বোধ হয় দিবারাত্রির মধ্যে এক দিন এক মুহূর্ত্তও ইহার নিদ্রা যাইবার অবকাশ হয় নাই। সুতরাং অনিদ্রা এবং অবিশ্রান্ত শারীরিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর একেবারে জীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার চির প্রফুল্ল সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় একেবারে প্রভা শূন্য হইয়া কোটরস্থ হইয়াছে। তাঁহার শরীর অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া পড়িয়াছে। মুখখানি একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সে মুখে আর রক্ত মাংসের চিহ্ন নাই। কেবল মুখের অস্থি কয়েক খানিই দেখা যায়। এইরূপ মৃত প্রায় রুগ্নাবস্থায় তিনি যে, কি প্রকারে এতাদৃশ পরিশ্রম করিতেছেন তাহা বোধ হয় এদেশীয় লোকের বুঝিবারও সাধ্য নাই। এদেশীয় লোকের শরীরের এইরূপ অবস্থা হইলে তাঁহারা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। কিন্তু ইনি ত আর ঊনবিংশ শতাব্দীর আর্য্যবীর নহেন। ইনি ইংরেজসন্তান। স্বজাতীয় এবং স্বদেশীয় লোকের মঙ্গলসাধনেচ্ছা বোধ হয় ইহার মৃত শরীরে অযুত হস্তীর বল প্রদান করিয়াছে। নহিলে এইরূপ রুগ্নাবস্থায় একাদিক্রমে অন্যূন একবিংশতি দিবস একেবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি মানুষ কথনও অহর্নিশ কার্য্য করিতে পারে? ইহার শরীর এতদূর ম্লান এবং প্রভাশূন্য হইয়াছে যে ইহাকে হঠাৎ দেখিলে চীনাবাজারের ভিক্ষুক ইংরেজ কিম্বা জাহাজের এক জন দীনদরিদ্র বৃদ্ধ খালাসী (Sailor) বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু লক্ষ্ণৌর সমুদয় ইংরেজই ইহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার সম্মানার্থ মস্তকের টুপী উত্তোলন করেন। এ কি আশ্চর্য্য! একটা খালাসীর (Sailor) ন্যায় ইংরেজকে দেখিবামাত্র লক্ষ্ণৌর ডিপুটী কমিসনার পর্য্যন্ত সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হয়েন?

বিগত ৯ই জুন বেলা অনুমান দশ ঘটিকায় সময় এই রোগাক্রান্ত কর্ম্মশীল

ইংরেজটী অশ্বপৃষ্ঠে সমস্ত সহর পরিদর্শন করিয়া রেসিডেন্সি গৃহের বারেন্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। আজ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রু বক্ষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। শ্মশ্রুর অগ্রভাগ হইতে এক এক ফোঁটা ঘর্ম্ম বক্ষের উপর পড়িতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার নিকট অন্য একটী হৃষ্ট পুষ্ট বলবান ইংরেজ পুরুষ আসিয়া বলিলেন—

"Sir Henry, at least forty-eight hours of complete rest is necessary to preserve your life. I see you are fainting—you are fainting—"

"সার্ হেন্‌রী অন্ততঃ আটচল্লিশ ঘণ্টার পূর্ণ বিশ্রাম ভিন্ন আপনার জীবন রক্ষার সম্ভব নাই। আপনি যে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন;—অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন"

রোগাক্রান্ত ইংরেজটী এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে,তাঁহার আর উত্তর প্রদান করিবার সাধ্য হইল না। "Dr. Fayrer." "ডাক্তার ফেরার" এই বলিয়াই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্ণৌর অন্যান্য প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারি তৎক্ষণাৎ কার্য্য নির্ব্বাহক কৌন্সিল গঠনার্থ তাঁহাদিগের মধ্য হইতে গাবিন সাহেব, অমানী সাহেব, মেজর ব্যাঙ্কস্, কর্ণেল ইঙ্গ্লিস্ এবং মেজর আণ্ডারসনকে কার্য্য নির্ব্বাহক কৌন্সিলের মেম্বর নির্ব্বাচন করিলেন। রোগাক্রান্ত ইংরেজটীর আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহের ভার এই নব গঠিত কৌন্সিলের হস্তে অর্পিত হইল। কৌন্সিল সিপাহীগণকে নিরস্ত্র করিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই সেই রুগ্ন ইংরেজপুরুষ জাগ্রত হইয়া আবার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। আবার সেই রুগ্ন শরীরেই নবউৎসাহ এবং নবউদ্যম সহকারে অহর্নিশ কার্য্য করিতে লাগিলেন। "কর্ত্তব্য পালন" এই কথাটী বোধ হয় বাল্যাবস্থা হইতে তাঁহার বক্ষে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

পাঠকগণ নিশ্চয়ই এই কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের পরিচয় জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলাবিষ্ট হইবেন। অতএব পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে আমরা এই স্থানে এই মহাত্মার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এই রোগাক্রান্ত ইংরেজ পুরুষটীর নাম সার্ হেন্‌রী লরেন্স। ইনি অল্প দিন হইল অযোধ্যার চিফ্ কমিসনারের পদে নিযুক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন। তিনি সহজে ভারতবাসী লোকদিগের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন

বলিয়াই গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে এই উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। স্বদেশের উপকারার্থ এবং আপন প্রভুর কার্য্য সাধনার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করা তাঁহার পিতা আলেকজ্যাণ্ডার লরেন্স ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদিগের যুদ্ধ কালে আলেকজ্যাণ্ডার লরেন্স সৈন্যদিগের মধ্যে নিরাশদল * (Forlorn Hope) ভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সে যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। তিনি গোলার আঘাতে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। সমুদয় ইংরেজ সৈন্য তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। কিন্তু একজন সিপাহী তাঁহার দৃষ্টতঃ-মৃতশরীর আপন স্কন্ধে করিয়া ইংরেজ শিবিরে আনিলেন। তিনি জাগ্রত হইলে পর সিপাহী বলিতে লাগিলেন—"ভাই লরেন্স তুমি বড় ভাল লোক। সুতরাং তোমার শরীরটা শৃগাল কুকুরে আহার করিবে এই আশঙ্কা করিয়াই তোমাকে এখানে আনিয়াছি। কিন্তু অন্য কোন শালা ফিরিঙ্গির মৃত শরীর হইলে আমি স্পর্শও করিতাম না।" পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে, হেন্‌রী লরেন্সের পিতাও ভারতবাসিদিগের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সিংহল দ্বীপের মাতুরানগরে হেন্‌রী লরেন্সের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মিবার ছয় মাস পরে তাঁহার জননী মান্দ্রাজে আসিলেন। মান্দ্রাজের একটী ইংরেজ রমণী তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতুরাতে অনেক হীরক পাওয়া যায়, আপনি মাতুরা হইতে হীরক আনেন নাই? রমণীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে লরেন্সমাতা ক্রোড়স্থিত হেন্‌রীকে দেখাইয়া বলিলেন "মাতুরা হইতে কেবল এই হীরকটি আনিয়াছি।" এই ঘটনা হইতেই সার্ হেন্‌রী লরেন্সকে বাল্যকালে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা **মাতুরার হীরক** (Matura Diamond) নামে অভিহিত করিলেন। বস্তুতঃ বুদ্ধি, সদ্বিবেচনা এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানে সার্ হেন্‌রী লরেন্স হীরকের ন্যায় প্রখর ছিলেন।

ইংরেজদিগের গবর্ণরজেনেরল লর্ড ড্যালহৌসী পঞ্জাব ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, সার্ হেনরী লরেন্স ড্যালহৌসীর তদ্রূপ অন্যায়াচরণের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতেই তাঁহাকে ড্যালহৌসীর কোপা-

---

* যুদ্ধক্ষেত্রে একেবারে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল সৈন্য শত্রু পক্ষের সম্মুখে অগ্রসর হয় তাঁহাদিগকে "নিরাশ দল" বলে।

নলে পতিত হইতে হইল। কিন্তু তাঁহার প্রতি পঞ্জাববাসিদিগের অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা রহিয়াছে। তাঁহাকে পঞ্জাবে না রাখিলে তথায় শান্তি সংস্থাপনের উপায় নাই। সুতরাং লর্ড ড্যালহৌসী অগত্যা বাধ্য হইয়া হেন্‌রী লরেন্সকে পঞ্জাববোর্ডের প্রধান মেম্বরের পদে নিয়োগ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন্ লরেন্স এবং অপর একজন ইংরেজ বোর্ডের অন্যতম মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন। হেন্‌রী লরেন্স অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ। তিনি পঞ্জাবের অধিবাসিদিগের অনিষ্ট করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেন না। ইহাতে বোর্ডের অন্যতম মেম্বর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন্ লরেন্সের সঙ্গে দিন দিন তাঁহার মতের অনৈক্য হইতে লাগিল। লর্ড ড্যালহৌসী জন্ লরেন্সের মত সমর্থন করিতেন; সুতরাং হেন্‌রীর পঞ্জাবে কার্য্য করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। ক্রমে দুই ভ্রাতার মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হইল। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নিবারণার্থ হেন্‌রী এবং জন্ প্রত্যেকেই গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিলেন "আমাকে স্থানান্তর করিয়া আমার ভ্রাতাকে পঞ্জাবের শাসন কার্য্যের ভার প্রদান করুন।" —ড্যালহৌসী জনের মতের পক্ষপাতীছিলেন। সুতরাং তিনি হেন্‌রীকে পঞ্জাব হইতে স্থানান্তর করিবার উদ্দেশে একেবারে পঞ্জাব বোর্ড এবলিশ (অর্থাৎ রহিত) করিলেন। কিন্তু হেন্‌রীর পঞ্জাব পরিত্যাগের পর, জন্ লরেন্সের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, হেন্‌রীর অবলম্বিত শাসন প্রণালী অবলম্বন না করিলে পঞ্জাব সুশাসিত হইবার সম্ভব নাই। তিনি ক্রমেই বুঝিতে পারিলেন যে, হেন্‌রীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়াই পঞ্জাবের অধিবাসিগণ তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করেন। হেন্‌রীর সঙ্গে তাঁহার মতের অনৈক্য আছে জানিতে পারিলে পঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে কখনও শ্রদ্ধা করিতেন না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জনের মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল। কিন্তু জন্ বড় চালাক। তিনি তখন শাসনতরণীর হাইল পাল্টা করিয়া ধরিলেন; সকল বিষয়েই হেন্‌রীর অবলম্বিত মতানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ড্যালহৌসী কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গৃহে বসিয়া জনের সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠ করেন আর শিরে করাঘাত পূর্ব্বক বলেন "হায়! হায়! জন্ যে, একেবারে এখন হেন্‌রী হইয়া পড়িয়াছে!"

হেন্‌রীর পঞ্জাব পরিত্যাগ তাহার বিশেষ মনঃকষ্টের কারণ হইল। কেবল মনঃকষ্টের কারণ নহে। পঞ্জাব পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হেন্‌রীর এ জীবনের সুখ সূর্য্য একেবারে অস্তমিত হইল। রত্নে রত্নে এবং হীরকে হীরকেই মিলন হয়। সদাশয়, ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু সার্ হেনরী লরেন্সের অদৃষ্টে তদনুরূপ

সদাচারিণী পত্নীই মিলিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হেন্‌রীর উচ্চ পদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি ক্ষুদ্র বেতনে সার্বেয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়তমা অনরিয়া বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াও সীতার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেন। হেনরী তাঁহাকে সিমলা কিম্বা আগ্রা অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সীতাসদৃশী অনরিয়া পতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে থাকিতে সম্মত হইতেন না। গোরুর গাড়ীতে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোরক্ষপুর আজিমগড় প্রভৃতি প্রদেশের জঙ্গলে অবস্থান করিতেই ভাল বাসিতেন। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি হেনরীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, সর্ব্বদা হেনরীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পথে পরিচালন করিবেন, কখনও হেনরীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে দিবেন না ; সুতরাং পতির মঙ্গলার্থ অরণ্য-ভ্রমণ-কষ্ট কখনও তাঁহার কষ্ট বলিয়া মনে হইত না। পঞ্জাব পরিত্যাগের পর হেন্‌রী রাজপুতনার পলিটীক্যাল এজেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার রাজপুতনা পৌছিবার কিছুকাল পরে তাঁহার প্রিয়তমা অনরিয়ার মৃত্যু হইল। এখন হেনরী সমুদয় পার্থিব সুখের আশা বিসর্জ্জন করিয়া কেবল কর্ত্তব্যের পথই অনুসরণ করেন। এ জীবনে এখন একমাত্র কর্ত্তব্য পালন ভিন্ন হেনরীর আর কোন লক্ষ্য নাই, আর কোন উদ্দেশ্য নাই। রাজপুতনা হইতে সম্প্রতি তিনি অযোধ্যার চিফ্ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। এবং ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৯ই জুন তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন!

১১ই জুন তিনি জাগ্রত হইলেন। ১১ই জুনের পূর্ব্বেই অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ইংরেজগণ বিদ্রোহীদিগের কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছেন। এখন লক্ষ্ণৌ ভিন্ন অযোধ্যার সর্ব্বত্রই ইংরেজ শূন্য হইয়াছে। সমগ্র অযোধ্যা ইংরেজদিগের হস্ত বহির্ভূত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌতেও সময় সময় এক এক রেজিমেণ্টের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া কয়েক জন ইংরেজের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। লর্ড ক্যানিং সার হেন্‌রি লরেন্সকে অন্যান্য ইংরেজ সহ লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিতে লিখিয়াছেন। কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর পত্রের প্রত্যুত্তরে সার হেন্‌রী লরেন্স লিখিলেন "—লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিলে অযোধ্যার নিকটস্থিত বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি সমুদয় স্থানের রাজগণ এখনই বিদ্রোহী হইবে ;—তাহা হইলে ইংরেজ রাজত্ব রক্ষা করিবার আর সম্ভব থাকিবে না ; অতএব প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও আমাকে লক্ষ্ণৌ থাকিতে হইবে। এদেশে বাহুবলে আমাদিগের রাজত্ব রক্ষা করিবার

সাধ্য নাই। ইংরেজ নামের একবাগ * (Prestige) নষ্ট হইল তৎসঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।"

১১ই জুন হইতে ২৯শে জুন পর্য্যন্ত সার হেন্‌রী লরেন্স আত্ম রক্ষার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে পেন্সন প্রাপ্ত (বৃত্তি ভোগী) অনেকানেক বৃদ্ধ সিপাহী আনাইয়া সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। আজপর্য্যন্তও বাঙ্গালী আমলা কর্ম্মচারিগণ লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করেন নাই। রেসিডেন্সিতে আসিয়া দিনে আফিসের কার্য্য করেন এবং রাত্রিকালে পাহারা দেন। বাঙ্গালী আমলাদিগের মধ্যে অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক। তিনি সংবাদ সংগ্রহ বিভাগে এখন কার্য্য করিতেছেন। ডিপুটি কমিসনার গাবিন সাহেবের হস্তে সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ (Intelligence Department) অর্পিত হইয়াছে। অবিনাশ বাবু পূর্ব্বে গাবিন সাহেবের মুন্‌সেরিফ অর্থাৎ সেরেস্তাদার ছিলেন; এখন আর মুন্‌সেরিফের প্রয়োজন নাই। সুতরাং তিনি সংবাদ সংগ্রহ বিভাগের নেটিব আসিষ্টাণ্টের কার্য্য করিতেছেন।

জুন মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ ২৯শে জুন। অদ্য প্রাতে ইংরেজদিগের গুপ্তচরেরা অবিনাশ বাবুর নিকট শশব্যস্ত হইয়া বলিতেছে—"মহাশয়, ফায়েজাবাদের রাস্তার পার্শ্বে চিনহাৎ গ্রামে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দলবদ্ধ হইতেছে।"

বেলা আট ঘটিকার সময় অবিনাশ বাবু গাবিন সাহেবের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে রেসিডেন্সীবাসী ইংরেজগণ অত্যন্ত ত্রস্ত হইলেন। সার হেন্‌রী লরেন্স প্রধান প্রধান ইংরেজকর্ম্মচারির সঙ্গে বিবিধ পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল কথাবার্ত্তার পর, ইহারা সকলেই রেসিডেন্সির চতুঃপার্শ্বের ভূমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণার্থ গৃহের বাহিরে আসিলেন। বেলিগার্ড রেসিডেন্সির উত্তরের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া ক্রমে পূর্ব্ব দিকে চলিলেন। বেলিগার্ড দ্বারপর্য্যন্ত পৌছিয়াই সেখানে সকলে দাঁড়াইলেন। এখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। তৎপর আবার পশ্চিম মুখী হইয়া ডাক্তার ফেরার সাহেবের গৃহের নিকট আসিলেন। ফেরারের গৃহ হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া নবস্থাপিত পোষ্ট আফিসের নিকট আসিলেন। পোষ্ট আফিস হইতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া একেবারে গড়বন্দি স্থানের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কানপুর

* মোহিনী শক্তি।

ব্যাটারি (Cawr poor Battery) সংস্থাপিত হইয়াছে। কানপুরের রাস্তাও এই স্থানেই শেষ হইয়াছে। এই স্থানে পৌঁছিবামাত্র দেখেন যে, গেরুয়া বসন পরিহিত অনাবৃতশরীর, একটী পুরুষের স্কন্ধ ধরিয়া একটী শ্বেতকায় রমণী অতিকষ্টে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের নিকট আসিতেছেন। রমণীর মুখখানি দেখিলে, তিনি যে ইংরেজমহিলা তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু তাঁহার পরিধান এ দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ। গেরুয়া বসন পরিহিত যুবক এবং দেশীয় পরিচ্ছদধারিণী শ্বেতাঙ্গিনী ইঁহাদিগের নিকটে আসিবামাত্র, সার্ হেন্‌রী লরেন্সের পশ্চাৎ হইতে কর্ণেল ফ্লিচার সাহেব বলিয়া উঠিলেন—

"Is it you? Is it you? O my child—my dearest child.—So miserable,—এই কি তুমি—এই কি তুমি আমার সন্তান, আমার প্রাণের সন্তান—এত কষ্ট তোমার"—এইরূপ বলিতে বলিতে বেগে ধাবিত হইয়া শ্বেতাঙ্গিনীকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। ফ্লিচার সাহেব এত বেগে ধাবিত হইয়া রমণীকে ধরিলেন যে, তাঁহার শরীরের আঘাতে গেরুয়া বসন পরিহিত অনাবৃতশরীর যুবক তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। রমণী যুবককে ভূমিতলে পড়িতে দেখিয়া বলিলেন—"Papa—Papa dear—raise him—raise him from the ground. He has saved my life. বাবা ইহাকে ধরিয়া উঠাও—ইহাকে ভূমি হইতে উঠাও—ইনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

আর একজন ইংরেজ তৎক্ষণাৎ যুবককে ধরিয়া উঠাইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে সকলেই একেবারে চমৎকৃত এবং স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। দুই চারি মিনিট পরে, সার হেন্‌রী লরেন্স বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রমণীকে তাঁহার আত্ম বিবরণ এবং কানপুরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু রমণীর আদ্যোপান্ত সকল বিবরণ বলিবার সাধ্য হইল না। তিনি ত্রিশঘণ্টা পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছেন। তৎপর আবার পিতাকে দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয় হর্ষ এবং বিষাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। রমণীর কথা বলিবার সময় বারম্বার তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। অসংলগ্ন বাক্যে তিনি কানপুরের হত্যার দুই এক কথা বলিবামাত্র, সার হেন্‌রী লরেন্স তাহাকে তখন কথা বলিতে নিষেধ করিলেন; এবং তাঁহার পিতাকে তাঁহাকে রেসেডেন্সিতে লইয়া যাইতে বলিলেন।

রমণীর সঙ্গী যুবককে সম্বোধন করিয়া সার হেন্‌রী লরেন্স জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কানপুরে ছিলে?"

যুবক ইংরেজীতে কানপুরের আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিতে

আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারও কথা বলিবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল। প্রায় দুই ক্রোশ পথ রমণী তাঁহার স্কন্ধের উপর ভর করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে এইরূপ ক্লান্ত দেখিয়া সার হেন্‌রি লরেন্স অবিনাশ বাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। অবিনাশ বাবু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বলিলেন—

"Aubinash, you take this man along with you. He is quite exhausted; give him sufficient refreshment and bring him back to me at 5 P. M. I want to hear from him all adout the Cawnpoor disasters—"অবিনাশ তুমি এই লোকটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। এ লোকটী একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইনি আহার করিয়া একটু সবল হইলে পর, অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় আমার নিকট লইয়া আসিবে। কানপুরের সমুদয় ঘটনা আমি ইহার মুখে শুনিতে চাই।"

এই বলিয়া হেন্‌রী লরেন্স এবং তাঁহার সঙ্গের অন্যান্য ইংরেজ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

ইহার নামই ত হিন্দুসমাজ।

এই যুবকের আর এই স্থানে পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন যে, ইনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত সেই যোগিরাজ।

অবিনাশ বাবু ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় বাসস্থানে চলিলেন। যোগিরাজ বিশ্রামার্থ অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তাঁহার গৃহে যাইতে আপত্তি করিলেন না। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন আর বিশ্রাম না করিয়া আপন গন্তব্য স্থানে যাইবার সাধ্য নাই। জোহানিস্ সাহেবের গৃহের নিকট কানপুর ব্যাটারি (Cawnpoor Battery) সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই স্থানে যোগিরাজের সঙ্গে অবিনাশ বাবুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই স্থান হইতে অবিনাশ বাবুর বাসগৃহ প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূর হইবে। যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া গৃহে যাইবার সময় অবিনাশ বাবু বারম্বার তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনুপ

পাঁচ সাতবার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মুখখানি দেখিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এ কি আশ্চর্য্য!—এই লোকটীর আকৃতি ঠিক আমার বাল্যবন্ধু যোগেশের আকৃতির ন্যায়। শুনিয়াছি যোগেশ সন্ন্যাসী হইয়াছেন। তবে ইনি কি যোগেশই হইবেন নাকি?"

অবিনাশ বাবুকে বারম্বার তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া যোগিরাজও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এ লোকটী এইরূপ বারম্বার আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে কেন? আমার প্রতি ইহার কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকিবে।"

কিছুকাল পরে যোগিরাজ তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন—"মহাশয়! আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিলে আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতাম।"

অবিনাশ বাবু বলিলেন—"কি কথা? বলুন না।"

"আর কিছু কথা নহে। আপনার নাম কি? জানিতে ইচ্ছা করি।"

"আমার নাম অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আপনি বঙ্গদেশের লোক?"

"বঙ্গদেশেই আমার বাড়ী ছিল। কিন্তু প্রায় বার বৎসর হইল বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

"বঙ্গদেশের কোন স্থানে আপনার বাড়ী?"

"শান্তিপুরের নাম শুনিয়াছেন। নদিয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর আমার জন্মস্থান।"

যোগিরাজ এই কথা শুনিয়াই আবার তাঁহার সঙ্গীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এখন তাঁহার পূর্ব্বের সকল কথাই স্মৃতিপথারূঢ় হইল। কিন্তু তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ইহার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিবেন না।

অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই ইহারা গৃহে পৌছিলেন। অবিনাশ বাবু আপন ভৃত্যদিগকে যোগিরাজের স্নানের আয়োজন করিয়া দিতে বলিলেন। এপর্য্যন্ত যোগিরাজের পশ্চাৎদিকে অবিনাশবাবুর দৃষ্টি পড়ে নাই। গৃহে আসিবার সময় তিনি অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন। যোগিরাজ তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন। রাস্তাতে কেবল বারম্বার মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া তিনি যোগিরাজের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এখন তাঁহার গৃহে পৌছিয়া যোগিরাজ উপবেশন করিবামাত্র, তাঁহার পশ্চাৎদিকে অবিনাশ বাবুর দৃষ্টি

পড়িল। যোগিরাজের কর্ণমূলে একটী ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড (tumor) রহিয়াছে। তাঁহার কর্ণমূলের মাংসপিণ্ডের উপর অবিনাশ বাবুর দৃষ্টি পড়িবামাত্র, তিনি যোগিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"মহাশয়, আপনার মুখখানি ঠিক আমার একজন সহাধ্যায়ী এবং বাল্য-বন্ধুর মুখের ন্যায় দেখাযায়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পর এপর্য্যন্ত আপনার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার সেই বন্ধুর কর্ণমূলে যদ্রূপ একটী টিউমার (মাংসপিণ্ড) ছিল, আপনার কর্ণের পশ্চাতে ঠিক তদ্রূপ একটী টিউমার দেখিতে পাইতেছি। আর সে বন্ধুটীও শুনিয়াছি সন্ন্যাসী হইয়াছেন।"

অবিনাশ বাবু এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইবামাত্র, যোগিরাজ মনের ভাব সঙ্গোপন করিয়া কৃত্রিম ঔদাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"পৃথিবীতে একই প্রকার আকৃতির কি দুই জন লোক থাকিবার সম্ভব নাই?"

"মহাশয়, পৃথিবীতে এক প্রকার আকৃতির দুই জন লোক থাকিতে পারে। কিন্তু আপনার কর্ণমূলের এই টিউমার দেখিয়া আমার মনে বড়ই সন্দেহ হইতেছে। আপনি আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব। আমার যে বন্ধুটীর কথা বলিলাম তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই অত্যন্ত সদাচারী, ন্যায়পরায়ণ এবং সচ্চরিত্র বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন; বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি অত্যন্ত মহৎ প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধিও অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার ন্যায় সদাশয় লোক আমি আর কখনও কোন স্থানে দেখি নাই। তাঁহার সঙ্গে হিন্দু কলেজে আমি একত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে সৎপথে পরিচালন করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়াই এজীবনে কয়েকটী বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আর যে কয়েকটী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার উপদেশে লঙ্ঘন করিয়াছি, তৎসমুদয় কার্য্যই আমার চির অশান্তির কারণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। পাঠ্যাবস্থায় তিনি আমাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি কলিকাতাবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ধনীর সন্তান। সর্ব্বদা আমাকে অর্থ দ্বারাও সাহায্য করিতেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে কলিকাতায় অবস্থান করিয়া আমার বিদ্যাভ্যাসের সম্ভব ছিলনা।"

এই সকল কথা বলিবার সময় অবিনাশ বাবুর চক্ষুদিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া যোগিরাজ ভাবিতে লাগিলেন—"ইহার

নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভব নাই। বরং আত্মগোপন করিতে হইলে দুই একটী মিথ্যা কথা বলিতে প্রয়োজন হইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। বাল্যকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছেন। আপনার সেই বন্ধু বোধ হয় আপনাকে নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুলো গ্রামের ছাগলদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন?"

যোগিরাজ এই কথা বলিবামাত্র অবিনাশ আপন আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন—"যোগেশ—যোগেশ—তোমার সঙ্গে এ জীবনে যে,সাক্ষাৎ হইবে সে আশা ছিল না। তুমিই ত ঠাট্টা করিয়া আমার শ্বশুরকে ছাগলদাস মুখোপাধ্যায় বলিতে।"

এই বলিয়া অবিনাশ বাবু আবার আসন গ্রহণ করিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে যোগিরাজের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। উভয়ের চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে অবিনাশ বাবু আবার বলিলেন—"ভাই আর আমি তোমাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতে দিব না। তোমাকে আবার সংসার ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। তুমি ধনি লোকের সন্তান। তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন হইল আমি বুঝিতে পারি না।"

অবিনাশবাবু এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল "হুজুর সন্ন্যাসী ঠাকুরের স্নানের জল প্রস্তত"।

তখন অবিনাশ বাবু পূর্ব্বের কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন 'যাও—যাও তুমি স্নান কর—তুমি বড় ক্লান্ত হইয়াছ। কানপুর হইতে বরাবর চলিয়া আসিয়াছ। আহারের পর, তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর,সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কি পৃথক রিয়া দিব?"

অবিনাশবাবু বলিলেন—"না,—পাকের আর পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। তিনি আমার সঙ্গে একত্রেই আহার করিবেন।"

যোগিরাজ স্নান করিয়া অবিনাশবাবুর সঙ্গে একত্রে আহার করিলেন। আহারান্তে অবিনাশ তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া নিজে আফিসের কাগজ পত্র খুলিয়া বসিলেন। যোগিরাজ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তিনি শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

অপরাহ্ণ প্রায় দুই ঘটিকার সময় যোগিরাজ জাগ্রত হইলেন। তখন অবি-

নাশ বাবুরও আফিসের বৎসামান্য কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন আফিসের কার্য্য নামমাত্র। আফিসই নাই। সংবাদ সংগ্রহের ভারগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে দুই চারি খানা চিঠী পত্র নকল করিতে হয়। যোগিরাজ যে কারণে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত অবিনাশের বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে। সুতরাং তিনি অন্যান্য দুই চারি কথার পর,যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই তুমি কেন যে সন্ন্যাসী হইলে তাহা আমার নিকট বলিতে তোমার আপত্তি আছে?"

"না—সে সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু সে সকল কথা শুনিয়া কি করিবে? বিশেষতঃ তৎসমুদয় বলিতে আরম্ভ করিলে, শোকানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে।"

অবিনাশ বাবু বলিলেন—"শোক দুঃখের কথা বন্ধুর নিকটেই বলিতে হয়। সংসারে বন্ধুই একমাত্র শোক দুঃখের ভাগী।"

অবিনাশ বারম্বার অনুরোধ করিলে পর, যোগিরাজ এইরূপে আত্মবিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভাই আমাদের হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার আমার নিকট যারপরনাই অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমার মনে হইতে লাগিল যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত না হইলে—একেবারে আত্মহীন না হইলে,— কখনও এই হিন্দুসমাজে তিষ্ঠিতে পারে না। সমাজ আমার নিকট হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্য বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং আমি এই ঘৃণিত সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেবারে সংসারত্যাগী হইলাম।"

যোগিরাজ এইপর্য্যন্ত বলিবামাত্র অবিনাশ বলিলেন—"বা! এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা তুমি বলিতেছ! হিন্দুসমাজে শত শত দোষ আছে বলিয়া, তুমি সংসার পরিত্যাগ করিবে কেন? তুমি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম গ্রহণ কর। তোমার সেই বাল্যকালের পাগলামী এখনও দূর হয় নাই।"

যোগিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভাই! তুমি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান কি না। তোমরা একেবারে বিশ পঁচিশ—কি কখনও শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেছ, তোমাদের কেবল বিবাহের কথাটাই মনে হয়। বিবাহ করিয়াই কি মানুষ কেবল সুখী হইতে পারে? মানুষ আপন ভাই ভগ্নী পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনকে সুখী দেখিলেই কেবল সুখী হইতে পারে। আমার কনিষ্ঠা সহোদরাদ্বয়ের দুরবস্থাই আমাকে সংসারত্যাগী করিয়াছে।"

"তোমার কনিষ্ঠা সহোদরাদ্বয়ের কি দুরবস্থা হইয়াছে?"

তাঁহাদের দুরবস্থার কথা আর কি বলিব। ভাই, যে কষ্টে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তখন আমার মনে হয় যে সমগ্র হিন্দুসমাজ রসাতলস্থ হইলেই ভাল হয়,—হিন্দু নাম এ জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ হইলেই অসংখ্য অসংখ্য নর নারীর দুঃখ যন্ত্রণা নিঃশেষিত হইত। আমাদের দেশীয় লোকেরা চণ্ডালকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করেন কিন্তু হিন্দু এবং চণ্ডাল কিম্বা ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল আমি একার্থ বোধক শব্দ বলিয়া মনে করি।"

"তোমার দুইটী ভগ্নীরই মৃত্যু হইয়াছে? কি শোচনীয় দুর্ঘটনা!"

"ভাই কি কেবল একটা দুর্ঘটনা! এ জীবনে আমার কেবল দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা—দুরবস্থার পর দুরবস্থা ঘটিতে লাগিল। আমার সে পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি সকলই গিয়াছে।"

"তোমার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি গিয়াছে, তাহাতে কি হইয়াছে? তোমার ন্যায় সুশিক্ষিত লোক আমাদের দেশে কয়জন আছে বল দেখি? তুমি ইচ্ছা করিলে এখানেই তিন শত টাকা বেতনের একটা চাকুরি পাইতে পারিবে। তুমি এখানে থাক। এই বিদ্রোহের পর, আমি তোমাকে তিন শত টাকা বেতনের চাকুরি জুটাইয়া দিব। বিষয় সম্পত্তি গিয়াছে বলিয়া তোমার সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তুমি যখন মেজর ফ্লিচার সাহেবের কন্যার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ তখন মেজর ফ্লিচার এবং সার হেন্‌রী লরেন্স এই বিদ্রোহের পর, নিশ্চয়ই তোমাকে একটা উচ্চ পদ প্রদান করিবেন।"

যোগিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তুমি আমার কথা না শুনিয়াই, তোমার নিজের মনে যাহা উদয় হয়, তাহাই বলিতেছ। আমার পৈতৃক সম্পত্তির শোকে আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি মনে করিবে না।"

"তুমি যে জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছ, তাহাই আমি শুনিতে চাই।"

"তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শুনিলে আমি সকল কথাই তোমার নিকট বলিতে পারি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কথায় বাধা দিলে, আর আমার কিছু বলিবার সাধ্য হইবে না।"

"না—আমি তোমাকে আর বাধা দিব না—তুমি বল।"

যোগিরাজ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তোমার বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার বোধ হয় বৎসরেক পরেই, আমার পিতার সঙ্গে আমার খুল্লতাত

মহাশয়ের বিবাদ আরম্ভ হয়। আমাদের বাড়ী এবং খুড়োর বাড়ীর মধ্যস্থিত এক হাত জমি লইয়া তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইল। কিন্তু সেই একহাত জমির জন্য আমাদের সমুদয় সম্পত্তি নষ্ট হইল। আমার পিতা সেই জমি তাঁহার বাড়ীর সংলগ্ন বলিয়া দাবী করিলেন। কিন্তু খুড়া মহাশয় তাহা ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এই উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বাবার পক্ষে আড্‌ভোকেট জেনারেল এবং অপর একজন বারিষ্টার নিযুক্ত হইলেন। খুড়া মহাশয়ের পক্ষেও তিন জন বারিষ্টার নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে দুই বৎসর পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। মোকদ্দমায় বাবা প্রথমে ডিক্রী পাইলেন। কিন্তু বারিষ্টার এবং আটর্ণীকে অন্যূন পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হইল। বাবা যারপরনাই অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার হাতে নগদ টাকা অধিক ছিল না। মোকদ্দমার খরচের টাকার জন্য আমার মাতার অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া ঋণ করিতে হইল।

"বাবা ডিক্রী পাইলে পর, খুড়া মহাশয় আপীল করিলেন। বাবা এই সময় সর্ব্বদাই মোকদ্দমার পাছে ব্যস্ত থাকিতেন। কারবারের হিসাবপত্র কিছুই দেখিতেন না। এদিকে কর্ম্মচারিগণ এই সুযোগে প্রায় দশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া আমাদের কারবার একেবারে নষ্ট করিল। আপীলে খুড়া মহাশয় ডিক্রী পাইলেন। তাঁহারও অন্যূন পঞ্চাশ ষাট্ হাজার টাকা ব্যয় হইল। তিনিও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার আর অধিক কাল কষ্ট পাইতে হইল না। ঋণের চিন্তায় সত্বরই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি নিলাম হইল। খুড়ী ঠাকুরাণী অন্নাভাবে আপন পিত্রালয় খড়দহে চলিয়া গেলেন। আমার খুড়ার সন্তান সন্ততি ছিল না। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতেই সকল যন্ত্রণা নিঃশেষিত হইল।

আমার পিতাকে আপীলের খরচের টাকার জন্য নিজের পৈতৃক বাড়ী বন্ধক রাখিয়া ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ করিতে হইল। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে মোট তাঁহারও ষাট হাজার টাকা ঋণ হইল। কারবার ইতিপূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আয় অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িল। বড়বাজারে যে কিঞ্চিৎ তালুক ছিল তাহার উপস্বত্ব দ্বারাই পিতা কিছুকাল জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায়ই রহিল না। বৎসরেক পরে ঋণদাতাগণ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিয়া আমাদের বাড়ী ঘর এবং বড় বাজারের তালুক নিলাম করাইল। কিন্তু তাহাতেও সমুদয় ঋণ পরিশোধ

হইল না। বাবার গ্রেপ্তারের জন্য সুপ্রিমকোর্টের পরওয়ানা বাহির হইল। বাবা চন্দননগরে পলায়ন করিলেন।

অত্যল্প কাল মধ্যে নিলাম খরিদ্দার আমাদের বাড়ী ঘর দখল করিল। আমি তখন কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চল্লিশ টাকা বেতনে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। পরিবার প্রতিপালনের সমুদয় ভার আমার স্কন্ধে পড়িল। কিন্তু তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র কষ্ট হইল না। যোড়াসাঁকোতে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া করিলাম। জননী এবং ভগ্নীর সহিত একত্রে সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। ইহার পর আমার সংসারত্যাগের মূল কারণ হইল। তুমি আমার দুইটী ভগ্নীকেই দেখিয়াছ। তাঁহাদিগের স্বভাব প্রকৃতি তোমার কিছুই অবিদিত নাই। ভাই, একবার তাঁহাদিগকে যে কেহ দেখিয়াছে সে আর তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারে না।"

এইস্থানে অবিনাশ যোগিরাজের কথায় বাধাদিয়া বলিতে লাগিল।—"এ ঠিক কথা বলিয়াছ—তোমার ভগ্নী দুইটীকে যে একবার দেখিয়াছে সে আর কখনও তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারিবে না। মেয়ে দুইটী যেন শুদ্ধ কেবল স্নেহ দয়া এবং মমতা দ্বারা গঠিত ছিলেন। ইনি আত্ম ইনি পর, এ জ্ঞান তাঁহাদিগের ছিল না। বড়টী নাম বসন্তকুমারী না?"

"হাঁ, বড়টীর নাম বসন্তকুমারী আর ছোটটীর নাম হেমন্তকুমারী ছিল। আমাদের বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের বিবাহ হইয়াছিল। বাবা বসন্তকুমারীর বিবাহে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেন। খড়দহের নৈকষ্য কুলীনের ঘরে তাঁহাকে বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে একটী নিতান্ত গণ্ডমূর্খ বর জুটিল। বরটী কেবল গণ্ডমূর্খ নহে, কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান মদ গাঁজা গুলি কিছুতেই তাঁহার অরুচি ছিল না। ইহার সঙ্গে কেবল নামমাত্রই বিবাহ হইল। বসন্তকুমারীকে সে কখন চক্ষেও দেখে নাই। বিবাহের পর দিনই তাহার পিতা তাহাকে কঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য বাবা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে সম্মত হইল না। তাহার সঙ্গে বসন্তকুমারীর বিবাহের পাঁচ ছয় দিন পরেই, সে হতভাগা নিজ গ্রাম খড়দহে যাইয়া অপর একজন কুলীন ব্রাহ্মণের তিন কন্যাকে একত্রে বিবাহ করিল। তাহার পিতা বোধ হয় এই জন্যই তাহাকে আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে তখন অসম্মত হইয়াছিল। ইহার পর বসন্তকুমারীর সঙ্গে আর এজীবনে

তাহার সাক্ষাৎ হইল না। সে একবৎসরের মধ্যে স্থানে স্থানে অন্যূন প্রায় বিশ পঁচিশটী কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিল। বৎসরেক পরে পূর্ব্ব-বঙ্গে একজন ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিতে যাইবার সময়,পদ্মানদীতে নৌকা জলমগ্ন হইয়া তাহার মৃত্যু হইল। বসন্তকুমারী নবম বর্ষ বয়সের সময় বিধবা হইলেন।

বসন্তকুমারীর এইরূপ দুরবস্থা দর্শনে হেমন্তকে আর কুলীনের ঘরে বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু হিন্দুসমাজের কি কুশিক্ষা! সমাজ-প্রচলিত কুসংস্কারনিবন্ধন হিন্দু হৃদয় যে কতদূর পাষাণবৎ হইয়া পড়ে, তাহা কাহার বুঝিবার সাধ্য নাই। বসন্তকুমারীর ঈদৃশ দুরবস্থা দেখিয়াও আমার পিতার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল না, তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল না। তিনি হেমন্তকেও কুলীনে বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। দিন দিন এই বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমার বিবাদ হইতে লাগিল। অবশেষে পিতার মতই প্রবল হইল। হেমন্তকে কুলীন সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াই সাব্যস্ত হইল। তখন আমি অগত্যা বরের পিতার সঙ্গে চুক্তি করিলাম যে, বার্ষিক তাঁহাকে আমরা দুই হাজার টাকা দিব, সে তাঁহার পুত্রকে, হেমন্ত বর্ত্তমানে আর বিবাহ করাইতে পারিবে না। বরের পিতা এইরূপ চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলে পর, তাঁহার পুত্রের সঙ্গে হেমন্তের বিবাহ হইল। চুক্তি অনুসারে আমরা তাঁহাকে বৎসর বৎসর দুই হাজার টাকা দিতে লাগিলাম। কিন্তু এই বিবাহের তিন বৎসর পরেই আমাদের বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইল। হেমন্তের শ্বশুরকে আর টাকা দিবার সাধ্য রহিল না। তখন সে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাহার পুত্রকে আবার বিবাহ করাইবে বলিয়া আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। আমরা তখন নিতান্ত দীন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের আর কথাটী বলিবার সাধ্য নাই। সুতরাং নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।

এই সময় হেমন্তের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর এবং তাঁহার স্বামীর বয়স অষ্টাদশ বৎসরের অধিক হইবে না। দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময়ই হেমন্ত অন্তঃস্বত্বা হইলেন। কিন্তু তাঁহার সন্তান প্রসবের পূর্ব্বেই তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইল। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের আহারাদি সম্বন্ধে নিয়ম ভঙ্গ হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের দেশীয় বিধবাদিগের আহারাদি সম্বন্ধে যে কত কষ্ট তাহা তোমার কিছুই অবিদিত নাই। হেমন্ত তখন বিধবা হইয়াছে; সুতরাং অন্তঃস্বত্বাবস্থায় তাঁহাকে একাদশীর উপবাস এবং প্রত্যেক

দিন অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটীকার সময় আহার করিতে হইত। বিধবা হই-বার দুই মাস পরে, তাঁহার প্রসবের কাল উপস্থিত হইল। এক ক্রমে সাত দিন যাবৎ প্রসব বেদনায় তিনি ভয়নাক কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। সাত দিনের মধ্যেও প্রসব হইল না। হেমন্তের শ্বশুরের বাড়ী বারাসতে ছিল। আমি লোকপরম্পরায় এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ বারাসতে চলিয়া গেলাম। সেখানে যাইয়া দেখি স্যাঁত সেঁতে ভিজা মৃত্তিকার উপর হেমন্ত প্রসব বেদনায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর একবার তাঁহার তত্ত্ব খবরও করেন না। তাঁহার শ্বশুরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবা-মাত্র তিনি হেমন্তের বর্ত্তমান কষ্ট যন্ত্রণা সম্বন্ধে একটী কথাও বলিলেন না। আমাকে দেখিবামাত্র যেন তাঁহার কোপানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি আপনা আপনি বকিতে লাগিলেন "আমার দুরদৃষ্ট তাই পুত্রকে আর বিবাহ করাইব না বলিয়া চুক্তি করিয়াছিলাম। গত চারি বৎসরের মধ্যে আমার পুত্রের ত্রিশটা বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। এই চারিবৎসরে আমি ত্রিশহাজার টাকা লাভ করিতে পারিতাম।"

"ভাই, তোমাকে কি বলিব। লোকটার এই সকল কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কাছে বসিতে আর আমার ইচ্ছা হইল না। হেমন্তের প্রসব গৃহের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হেমন্ত চক্ষু মেলিয়া বারম্বার আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। আমি অধিক রাত্র থাকিতে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া প্রাতেই বারাসতে পৌছিয়াছিলাম। আমার সেখানে পৌছিবার তিন চারি ঘণ্টা পরে, হেমন্ত একটী মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। অতি অল্প বয়সে গর্ভ হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার প্রসবে এতকষ্ট হইয়াছিল। প্রসবের সময় তিনি ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগি-লেন। সুতরাং তাঁহার কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়িল। প্রসবান্তে তিনি তৃষিত হইয়া—"একটু জল দেও—একটু জল দেও" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। প্রসবের সময় তাঁহার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার হতভাগ্য শ্বশুর প্রসব গৃহের অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হেমন্ত প্রসবান্তে "জল দেও" "জল দেও" বলিবামাত্র সে হতভাগ্য বলিয়া উঠিল "আজ একাদশী—সাবধান বউকে কেহ জল দিবে না।"

"হতভাগার এই কথা শুনিয়া কেহই আর হেমন্তকে একবিন্দু জল দিল না। এদিকে হেমন্ত ক্ষণে ক্ষণে থামিয়া থামিয়াই ঘড় ঘড়শব্দে বলিতে লাগিল "একটু

জল" "একটু জল""আমার প্রাণ যায়—প্রাণ যায়"—এক একবার তাঁহার কণ্ঠ রোধ হয়, মুখ হইতে আর বাক্য নির্গত হয় না—তখন তৃষ্ণায় তিনি মাথা নাড়িতে থাকেন। আবার কিছু কাল পরে, কথা বলিবার সাধ্য হইলেই বলিয়া উঠেন "জল"—"জল"—"প্রাণ যায়"—"প্রাণ যায়" "জল"—"জ—"

যোগিরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং অতি কষ্টে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক আবার বলিতে লাগিলেন—

"ভাই হেমন্তের তৎকালের দুরবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইলেই আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। সেই সময় "জল" "জল" "প্রাণ যায়" "প্রাণ যায়" এই শব্দ এক এক বার হেমন্তের মুখ হইতে বাহির হয়, আর আমার বক্ষে যেন কুঠারাঘাত পড়ে। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে হেমন্তের শ্বশুরের গৃহের একটা দাসীর পা দুই খানি আমি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—"তুমি আমার মা—তুমি গোপনে হেমন্তকে একটু জল দেও—ইহাতে কোন পাপ হইবে না—দেখিতে পাওনা, তৃষ্ণায় হেমন্তের গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

সেই দাসী হেমন্তের শ্বশুরের উপপত্নী। আমার কাতরোক্তি শ্রবণে সেই ঘৃণিত ব্যভিচারিণীর হৃদয়ও বিগলিত হইল। সে গোপনে ঝিনুকে করিয়া এক ঝিনুক জল হেমন্তের মুখে ঢালিয়া দিল। কিন্তু এক ঝিনুক জলে কি তৃষ্ণা নিবারণ হয়? এক ঝিনুক জলে হেমন্তের জিহ্বাও ভিজিল না। হেমন্তের কণ্ঠ এতদূর শুষ্ক হইয়াছে যে সে কণ্ঠ হইতে আর জল শব্দ নির্গত হয় না। "আর—একটু জ—আর একটু—জ—প্রাণ যায়—প্রাণ যায়" ইত্যাকার অর্দ্ধ স্ফুটিত শব্দ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখ বিনির্গত "আর একটু" এই শব্দটা তাঁহার শ্বশুরের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, সে হতভাগা সক্রোধে এক খানা খড়ম (কাষ্ঠ পাদুকা) হাতে করিয়া আসিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বলিল—"আরে হারামজাদিরা জল দিয়াছিস্ নাকি? আজ একাদশী! আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবি?" সে এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে নিকটে আসিল এবং সেই দাসীটার হাতে ঝিনুক এবং জল পাত্র দেখিবামাত্র, তাহার পৃষ্ঠের উপর তিনবার খড়মের আঘাত করিল। দাসীটা তখন চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে গ্রামের চারি পাঁচ জন স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হইল।

আমি তাহার আচরণ দর্শনে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হইলাম না।

সক্রোধে তখন বলিয়া উঠিলাম "তুমি ব্রাহ্মণ নহ, তুমি চণ্ডাল আমার ভগ্নীকে আমি জল দিব। কে নিবারণ করিতে পারে?"

"ভাই আমি এই কথা বলিবামাত্র সে গ্রামের আর তিন চারিটা ব্রাহ্মণ আমার উপর কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিল। কেহ বলিল "এ বেটা খৃষ্টানকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেও" কেহ কেহ আবার হেমন্তের শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মহাশয়! আপনার এই বৈবাহিক পুত্রটীকে লইয়া আহার বিহার করিলে আমরা আর আপনাকে লইয়া চলিতে পারিব না।"—হেমন্তের শ্বশুর আমাকে তাঁহার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইল। "আমার বাড়ী হইতে এখনি চলিয়া যা—এখনি চলিয়া যা"—এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিল। গ্রামের দুই একটা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত হেমন্তকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল —"ও মা! এ বউর একটু কষ্ট সহ্য হয় না। এক দিন জল না হইলে কি হয়।"

"হেমন্তের শ্বশুর এবং তাহার প্রতিবেশীদিগের দ্বারা তিরস্কৃত এবং অপমানিত হইয়া, আমি সেই প্রসবগৃহ হইতে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এইরূপ দুরবস্থায় হেমন্তকে পরিত্যাগ করিয়া আমার আর কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হইল না। হেমন্ত ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হইতে অতি ক্ষীণস্বরে—"জল—জ—জ—জ প্রাণ যায়—প্রাণ যায়" এইরূপ কাতরোক্তি বিনির্গত হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে আমার তাঁহাকে জল প্রদান করিবার সাধ্য হইবে না। আমি জল দিতে উদ্যত হইলে, হেমন্তের শ্বশুর এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন বল পূর্ব্বক আমাকে নিবারণ করিবে। সুতরাং শেল বিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় সেখানে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঘণ্টা দুই পরে প্রসব গৃহ হইতে আর কোন শব্দ শুনা গেল না। আমি তখন মনে করিলাম যে, হেমন্ত হয়ত তৃষ্ণায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। হেমন্তকে দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে আবার প্রসব গৃহের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, হেমন্তের দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে। হেমন্ত জীবিত আছেন, কি মরিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একজন ধাত্রী তাহার মুখের মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেছে। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহির হইয়া বলিল— "ওগো সর্ব্বনাশ হইয়াছে—গলা শুকাইয়া বউ মরে গিয়াছে।" ধাত্রীর মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিবামাত্র আমি—" * *

যোগিরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর কথা বলিতে পারিলেন না। একেবারে